NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ 'সাংবিধানিক নৈতিকতা এবং তপশিলী-আদিবাসী রাজনীতির ভবিষ্যত'

অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে রাজ্য বিজেপির টুইটের পাল্টা দিল পুলিশ ৬

কলকাতা ১৪ জুলাই ২০২৪ ২৯ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.7.2024, Vol.18, Issue No. 35 8 Pages, Price 3.00

উপনির্বাচনেও অব্যাহত জয়ের ধারা

এক থেকে চার হল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভার পর রাজ্যের চার বিধানসভার উপনির্বাচনে ও তৃণমূল কংগ্রেসের জয়যাত্রা অব্যাহত। রায়গঞ্জ, বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ ও মানিকতলা চারটি আসনেই উপনির্বাচনে জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ, বাগদা ও রানাঘাট দক্ষিণে জিতেছিল বিজেপি। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় উপনির্বাচন হয়। কিন্তু তাতে শাসকদলেরই জয়জয়কার। অন্যদিকে, ২০১১ সাল থেকে টানা ৩ বার মানিকতলা কেন্দ্র রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন প্রয়াত সাধন পাণ্ডে। এবার তার ভোট প্রাপ্তির রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়ে ৬২ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছেন তাঁর স্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডে। মতুয়া গড় হিসেবে পরিচিত বাগদা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রায় ৩৪ হাজার ভোটে জিতেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য মমতাবালা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর। ২০১১ সালের পর এবার তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে এল বাগদা আসন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হয়ে নজির গড়লেন মধুপর্ণা। রানাঘাট দক্ষিণে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসা মুকুটমণি অধিকারী প্রায় ৩৮ হাজার ভোটে নিজের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির মনোজকুমার বিশ্বাসকে পরাস্ত করেছেন। রায়গঞ্জে তৃণমূলের কৃষ্ণ কল্যাণী প্রায় ৫০ হাজার ভোটে জিতেছেন। ২০১১ সালের পর এই প্রথম রায়গঞ্জে জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন মানসকুমার ঘোষ। প্রসঙ্গত, ২০২৪ লোকসভা ভোটে রায়গঞ্জে হেরে যান কৃষ্ণ কল্যাণী। তবু তাঁর উপরেই আস্থা রেখেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। এবার তিনি মান রাখলেন। অবশ্য ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে রায়গঞ্জে জিতেছিলেন কল্যাণী। চার বিধানসভায় এই চমকপ্রদ সাফল্যে উচ্ছ্বাসে মেতেছেন রাজ্যের তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা।

মানিকতলায় 'মাস্টারস্ট্রোক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতা লোকসভায় তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ে মানিকতলার ভূমিকা ছিল 'নগণ্য'। মাত্র সাড়ে তিন হাজার ভোট। শনিবার উপনির্বাচনের ফলঘোষণার পর দেখা গেল, সেই মানিকতলাতেই তৃণমূল প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডে জিতেছেন ৬২ হাজার ৩১২ ভোটে! প্রয়াত নেতা সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তির এই রেকর্ড জয়কে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাস্টারস্ট্রোক' হিসাবেই দেখছে তৃণমূল। শাসকদলের শীর্ষ সারির নেতাদের বক্তব্য, বিবিধ কারণে মানিকতলায় তৃণমূল খুব একটা সুবিধাজনক জায়গায় ছিল না। তার কারণ যে তৃণমূলের স্থানীয় সমীকরণ, তা-ও বিলক্ষণ জানতেন মমতা। সেটা বুঝেই মানিকতলার ভোট নিয়ে কতগুলি পদক্ষেপ করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। প্রথমেই একটি 'কোর কমিটি' গড়ে দিয়েছিলেন। যার আহ্বায়ক করেন কুণাল ঘোষকে। কমিটিতে রাখা হয়েছিল কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পাল, কলকাতার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারকেও। পাশাপাশিই, সুপ্তির নির্বাচনী এজেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিন্দ্য রাউতকে। তৃণমূলের বক্তব্য, মমতা যে ভাবে টিম সাজিয়েছিলেন, তাতেই সমস্ত নেতিবাচক সমীকরণ ভেস্তে গিয়েছিল।

রায়গঞ্জে মান রাখলেন কৃষ্ণ কল্যাণী

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই প্রথমবার রায়গঞ্জ কেন্দ্রে জয়ী হল তৃণমূল। জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। প্রায় ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন তিনি। দলবদল করে বিজেপিতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। পরে তৃণমূলে ফেরার পর টিকিট পান লোকসভা ভোটে। তবে লোকসভায় হেরে যান বিজেপির কাছে। তবে তাঁর উপরই ভরসা রেখেছিলেন মমতা। সেই ভরসার মান রাখলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। এবার বিধানসভায় জিতলেন বড় ব্যবধানে। রায়গঞ্জে প্রথমবার ঘাসফুল ফুটল। সে ফুল ফোটালেন কৃষ্ণ কল্যাণী। এতগুলো বছরে রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে কখনও সিপিএম, কখনও কংগ্রেস, এমনকী বিজেপিও জিতেছে। কিন্তু তৃণমূল এই প্রথমবার জিতল। গত লোকসভা ভোটেও রায়গঞ্জে হারে তৃণমূল। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে ২০ হাজারের বেশি ব্যবধানে বিজেপি জিতেছিল। ২০২৪ সালেও ৪৬ হাজারের বেশি ভোটে জেতে বিজেপি। এবার মার্জিন বাড়িয়ে ৫০ হাজারের বেশি ভোটে ঘাসফুল ফুটল রায়গঞ্জে।

রানাঘাট দক্ষিণে জয়ের 'মুকুট'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রানাঘাট দক্ষিণেও জিতে গেল তৃণমূল। জয়ের ব্যবধান ৩৯ হাজার ৪৮। মুকুটমণি জয়ের পর বলেন, 'বিজেপি মানুষের খবর রাখে না। আমোদে ব্যস্ত। পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের কথা বিজেপি ভাবে না। মানুষ সেটা বুঝে গিয়েছে। তাই আজকের এই ফল।' রানাঘাট দক্ষিণে তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর জয়ের ব্যবধান ৩৯,০৪৮। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির মনোজ কুমার বিশ্বাস। ১৩ বছর পর রানাঘাট দক্ষিণে জিতল তৃণমূল। ২০১১ সালে আবির বিশ্বাস জিতেছিলেন। এরপর ২০১৬ সালে সিপিএমের রমা বিশ্বাস জেতেন। ২০২১ সালে জেতেন মুকুটমণি অধিকারী। তবে সেবার বিজেপির টিকিটে জয়ী হন তিনি। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন মুকুট। রানাঘাট দক্ষিণের জয়ের মুকুট শেষপর্যন্ত সেই মুকুটমণির মাথাতেই উঠল। প্রসঙ্গত গত লোকসভা ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন মুকটমণি অধিকারী।

বাগদায় 'ইতিহাস' গড়ে জিতলেন মধুপর্ণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগদা বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে ইতিহাস গড়লেন তৃণমূলের প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর। বর্তমান বিধানসভায় সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক নির্বাচিত হলেন তিনি। শনিবার উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার প্রথম রাউন্ড থেকেই এগোতে শুরু করেন মধুপর্ণা। ১৩ রাউন্ড গণনার শেষে বিজেপি প্রার্থী বিনয়কুমার বিশ্বাসকে ৩৩ হাজার ৪৫৫ ভোটে পরাজিত করেন মধুপর্ণা। বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার দিন তাঁর বয়স ২৫ বছর ১ মাস ১৩ দিন। ১৯৯৯ সালের ৩০ মে মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরে জন্ম মধুপর্ণার। সেখানেই শুরু লেখাপড়া। মাধ্যমিক পাস করেন নাগপুর থেকে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন বিধাননগরের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে। প্রপিতামহের নামাঙ্কিত পিআর ঠাকুর গভর্মেন্ট কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করেছেন। বর্তমানে বারাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে এমএসসি পড়ছেন তিনি। জয়ের পর মধুপর্ণা বলেছেন, 'সবে দায়িত্ব পেলাম। অনেক কিছুই করে দেখানোর আছে। মুখে কিছু না বলে কাজে করে দেখাতে চাই।'

'এজেন্সি এবং বিজেপির চক্রান্ত রুখে দিচ্ছেন মানুষ'

উপনির্বাচনে ৪-০ জয়ের পর উচ্ছ্বসিত মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনে চার বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ের কৃতিত্ব মানুষকেই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলেই মুম্বই থেকে শহরে ফেরেন তিনি। কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মমতা বলেন, 'অনেক চক্রান্ত হয়েছিল। এক দিকে এজেন্সি, এক দিকে বিজেপি। মানুষই সব রুখে দিচ্ছেন। পুরো কৃতিত্বটাই সাধারণ মানুষের।' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, 'সামাজিক দায়বদ্ধতা বেড়ে গেল। আমাদের আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকতে হবে।' লোকসভা এবং চার কেন্দ্রে উপনির্বাচনের এই জয় আগামী ২১ জুলাই 'শহিদদের' উৎসর্গ করা হবে বলে জানান তিনি। উপনির্বাচনের ফল বলছে, মানিকতলা কেন্দ্রটি ধরে রাখার পাশাপাশি বিজেপির হাত থেকে রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রটি ছিনিয়ে নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছিল বিজেপি। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনেও ওই তিন কেন্দ্রে এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থীরা। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে লোকসভা ভোট মেটার দেড় মাসের মধ্যে রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদায় জোড়াফুল ফোটাল রাজ্যের শাসকদল। তাঁর ব্যাখ্যা, 'রায়গঞ্জে কৃষ্ণ কল্যাণী ছিল বিজেপির বিধায়ক। ও আমাদের দলে যোগ দেওয়ার পর লোকসভায় দাঁড় করিয়েছিলাম। ও জিতেই যেত। কিন্তু লোকসভা ভোটে ওখানে বিজেপি, কংগ্রেস ষড়যন্ত্র করে ওকে হারিয়েছে। আমি তখনই বলেছিলাম, তুমি দাঁড়াও, তোমায় জিততে হবে। তো উপনির্বাচনে ও দাঁড়িয়ে জিতেও গেল। এদিকে, মুকুটমণিও তাই। আমাদের দলে আসার পর লোকসভায় কোনও কারণে হেরেছিল। আবার সুযোগ পেয়ে জিতে গিয়েছে। আর বাগদায় আমরা সবচেয়ে কমবয়সি মধুপর্ণাকে, মমতাবালা ঠাকুরের মেয়েকে দাঁড় করিয়েছিলাম। মধুপর্ণা খুব ভালো লড়াই করেছে। ওদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।' পশ্চিমবঙ্গের চার কেন্দ্র ছাড়াও দেশের ছয় রাজ্যের নয় বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছিল গত বুধবার। শনিবার ইভিএম খোলার পর দেখা যায়, ১৩টি আসনের মধ্যে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র ঝুলিতে যাচ্ছে ১০টি। আর শাসক জোট এনডিএ-র ঝুলিতে যাচ্ছে ২টি। এই প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'সারা ভারতেই আমি শুনেছি, বিজেপি পর্যুদস্ত হয়েছে। গোটা দেশে বিজেপি বিরোধী ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে।'

দেশে উপনির্বাচনে 'ইন্ডিয়া' ১০, এনডিএ ২

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই: পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিধানসভা-সহ দেশের সাতটি রাজ্যের ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ধাক্কা খেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। এর মধ্যে কংগ্রেস, তৃণমূল, আপ, ডিএমকে-সহ 'ইন্ডিয়া'র শরিকেরা মোট ১০টিতে জিতেছেন। বিজেপি মাত্র দু'টি! বিহারের একটি আসনে জিতেছেন নির্দল প্রার্থী। পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনে তিনটি আসন বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে। রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা এবং মানিকতলার উপনির্বাচনে জিতেছে তৃণমূল। অথচ ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এর মধ্যে প্রথম তিনটি ছিল বিজেপি দখলে। পাশাপাশি দেশের আরও ছ'টি রাজ্যের যে ন'টি বিধানসভায় ভোট হয়েছিল, তার মধ্যে হিমাচলের হামিরপুরে বিজেপি জিতেছে। দেহরায় জিতেছেন কংগ্রেস প্রার্থী তথা সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখুর স্ত্রী কমলেশ। নালাগড়েও জয়ী কংগ্রেস। উত্তরাখণ্ডের দু'টি আসন, বদ্রীনাথ এবং মঙ্গলৌরও মল্লিকার্জুন খাড়গে-রাহুল গান্ধির দলের দখলে। লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা এবং এলাহাবাদ বা প্রয়াগরাজে হারার পরে এ বার উত্তরাখণ্ডের তীর্থক্ষেত্র বদ্রীনাথেও ধারাশায়ী পদ্ম। পঞ্জাবের জলন্ধর পশ্চিম বিধানসভায় আম আদমি পার্টি (আপ) এবং তামিলনাড়ুর বিক্রবন্দীতে ডিএমকে জিতেছে। মধ্যপ্রদেশের অমরওয়াড়ায় জিতেছে বিজেপি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'আব কি বার চারশো পারে'র স্লোগান তুললেও এনডিএ কার্যতই ধাক্কা খেয়েছে। ২০১৪ ও ২০১৯ সালে যেখানে বিজেপি একাই 'ম্যাজিক ফিগার' টপকে গিয়েছিল, সেখানে এবার বিজেপিকে থামতে হয়েছে মাত্র ২৪০-এ। ৩০০ পেরোতে পারেনি এনডিএ। অন্যদিকে কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া জোট পেয়েছে ২৩৪ আসন। ফলে গত দুবারের তুলনায় পদ্ম শিবিরকে অনেক বেশি ধাক্কা খেতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উপনির্বাচনের ফলাফলও ইঙ্গিত দিচ্ছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনগুলিতেও ঘুরে দাঁড়ানো খুব সহজ হবে না বিজেপির পক্ষে।

শহরে উদ্ধার মৃতদেহ, মমতাকে আক্রমণ মালব্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতা শহরের রাস্তা খুঁড়ে উদ্ধার মৃতদেহ। মৃতদেহটি এক মহিলার। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে কাশী বোস লেনের রাস্তা থেকে মহিলার পচা গলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এলাকায় দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের পরই মহিলার মৃত্যুর কারণ জানতে পারা যাবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এদিকে দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে রাজ্যকে ফের একবার তোপ দেগেছেন অমিত মালব্য। তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ জীবন্ত নরকে পরিণত হয়েছে। সন্দেশখালি থেকে শুরু করে চোপড়ার ঘটনাই তার প্রমাণ। এখানে মহিলাদের ধর্ষণ করার পর দায় ঝেড়ে ফেলা হয়। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব ধর্ষকদের হয়ে লড়েন। এখানেই শেষ নয়। হাতিবাগানের মতো ব্যস্ত এলাকার রাস্তা খুঁড়ে এক মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয়েছে। কিভাবে সকলের অলক্ষে একজন মহিলাকে এভাবে পুঁতে দেওয়া হল? তাঁকে কি হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল? মানিকতলা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জিকে রিগিং করা ছাড়া কলকাতা পুলিশের আর কিছু কাজ ছিল? এবার মমতা ব্যানার্জি কাকে দোষ দেবেন?

বিপদসীমার উপরে বইছে ব্রহ্মপুত্র, বন্যা বিধ্বস্ত অসমে মৃত বেড়ে ৯০

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই: অসমে ভয়াবহ বন্যায় লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শুক্রবার বন্যার জেরে আরও ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯০। জলের নিচে ডুবে রয়েছে ২ হাজারের বেশি গ্রাম। এখনও পর্যন্ত বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ব্রহ্মপুত্রের জল। সব মিলিয়ে বন্যা পরিস্থিতি এখনও শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, অসমের ২৪ টি জেলায় ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার মানুষ বন্যাকবলিত। জলের নিচে ডুবে রয়েছে ২ হাজার ৪০৬টি গ্রাম। ৩২ হাজার হেক্টরের বেশি জমি বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে সবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে সবজি ও অন্যান্য সামগ্রী আমদানি করা হচ্ছে। এএসডিএমএ-র রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের অনেক জেলাতেই নদীর জল কমছে। তবে নেমাটিঘাট, তেজপুর, ধুবড়ির মতো একাধিক জায়গায় বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে নদীর জল। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার অসমের গোয়ালপাড়া জেলায় নৌকোডুবির জেরে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি নওগাঁ ও জোরহাটে জলে ডুবে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯০। রাজ্যের মধ্যে বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কাছাড়, ধুবড়ি, নওগাঁ ডিব্রুগড়, কামরূপ, মরিগাঁও, তিনসুকিয়া-সহ আরও একাধিক জেলা। এদিকে জানা যাচ্ছে, ভয়াবহ এই বন্যা পরিস্থিতির জেরে অসমে ঘরছাড়া প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ। দুর্গতদের আশ্রয়ের জন্য সরকারের তরফে খোলা হয়েছে ৩১৬টি ত্রাণ শিবির। মানুষের পাশাপাশি চরম দুর্দশায় বন্যপ্রাণীরাও। কাজিরাঙায় মৃত্যু হয়েছে ১০টি গণ্ডারের। ১৫০টি হগ ডিয়ার-সহ ১৮০টি পশুর মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে শতাধিক পশুকে।

অরবিন্দ কেজরিয়ালকে নিয়ে উদ্বিগ্ন আপ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই: জামিন পেলেও জেলমুক্তি ঘটেনি অরবিন্দ কেজরিয়ালের। এদিকে তিহারের অন্দরে দিনে দিনে শারীরিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই ইস্যুতেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। জানালেন, সাড়ে ৮ কেজি ওজন কমে গিয়েছে কেজরিয়ালের। বার বার সুগার ফল করছে। পরিস্থিতি যে পথে এগোচ্ছে তাতে আশঙ্কাজনক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে অগ্নিগর্ভ ত্রিপুরায় এক জনজাতি যুবকের মৃত্যু

ইম্ফল, ১৩ জুলাই: ফের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ত্রিপুরায়। গোষ্ঠীহিংসা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক হানাহানির জেরে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল ত্রিপুরা। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই হিংসায় উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে একাধিক হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাঁচ জনকে। অশান্তির রেশ ছিল শনিবারও। দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর আহত এক জনজাতি যুবকের হাসপাতালে মৃত্যু ঘিরে শুক্রবার বিকেল থেকে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় উত্তেজনা ছাড়ায়। ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা হয় একাধিক বাড়িতে। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ এবং বিএসএফ। হামলায় জখম হয়েছেন বেশ কয়েক জন। বিরোধীদের অভিযোগ, হিংসা ঠেকাতে সক্রিয় হয়নি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার প্রশাসন। অন্যদিকে, আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়। আগামী ৮ অগস্ট ওই জেলার পাঁচটি ব্লকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট। রাজনগর এবং বিশালগড়ে বিজেপির কর্মীরা বিরোধী বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ করতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার জেরে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়।

কাশ্মীরে উপরাজ্যপালের ক্ষমতা বৃদ্ধি করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই: জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপালের শক্তিবৃদ্ধি করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনে সংশোধন এনে উপত্যকার উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহাকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরে উপর্যুপরি জঙ্গি হামলার ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে প্রশাসনের। সেদিকে তাকিয়েই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। ২০১৯ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপরাজ্যপাল হন মনোজ সিনহা। জানা যাচ্ছে, জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন, ২০১৯-এর ৫৫ নম্বর ধারার সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, বদলি, অ্যাটর্নি জেনারেল-সহ সরকারি আইনজীবীদের নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে। এবছরই নির্বাচন হওয়ার কথা জম্মু ও কাশ্মীরে। এই পরিস্থিতিতে এমনই পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। সাম্প্রতিক অতীতে জম্মু ও কাশ্মীরে বার বার জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি কাঠুয়াতে সেনা কনভয় লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। ওই হামলায় শহিদ হয়েছেন ৫ জওয়ান। আহত আরও অনেকে। একদিকে যখন অমরনাথ যাত্রা চলছে ঠিক সেই সময় এভাবে বার বার জঙ্গি হামলার ঘটনায় স্বভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে। যদিও সংশ্লিষ্ট মহলের দবি, লাগাতার অভিযানে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে উপত্যকার জঙ্গিদের। তাই আরও বেপরোয়া হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে শুরু করেছে তারা। এই পরিস্থিতিতে এবার শক্তিবৃদ্ধি হল উপরাজ্যপালের। প্রসঙ্গত, অমরনাথ যাত্রা শেষ হওয়ার কথা ১৯ অগস্ট। এর পরই জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হতে পারে। এর মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপির শীর্ষনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এবং উপত্যকার নেতাদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে নির্বাচনের ঘোষণার আগেই বাণিজ্যের নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। অনেকেই একে সংকেত বলে মনে করছেন। অর্থাৎ ভোটশেষে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনের মডেলে কী ধরনের পরিবর্তন হতে চলেছে। উপত্যকার মুখ্য দল ন্যাশনাল কনফারেন্স ও পিপল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দাবি, কেন্দ্রের মোদি সরকার চাইছে উপত্যকায় নির্বাচিত সরকারকে একটা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে পরিণত করতে।

কৃষিজমিতে জলের জোগান অব্যাহত রাখতে উদ্যোগী জলসেচ দফতর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের ব্যাপক ঘাটতি হওয়া সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা। তাই কৃষিজমিতে জলের জোগান অব্যাহত রাখতে রাজ্য সরকার জলসেচ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে উদ্যোগী হল। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে জলসম্পদ অনুসন্ধান দফতর আগামী ২২ জুলাই বিশেষ বৈঠক ডেকেছে। দফতরের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, ওই বৈঠকে বিভিন্ন জেলায় ভূগর্ভস্থ জলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। কৃষি দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে চাষীদের স্বার্থে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা দেখা হবে। এ ব্যাপারে জেলা গুলির কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। জল সম্পদ মন্ত্রী আরও জানান, 'রাজ্যের মোট সেচসেবিত জমির ৭৬ শতাংশে জল সরবরাহের দায়িত্ব তাঁর দফতরের। এক্ষেত্রে মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৫৭ লক্ষ হেক্টর। বিভিন্ন বাঁধের জলাধার থেকে সেচখালের মাধ্যমে কিছু জমিতে জল পৌঁছে দেওয়া হয়। বর্তমান বৃষ্টি ঘাটতির পরিস্থিতিতে চাষিরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন তা নিশ্চিত করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

১ জুন থেকে এ পর্যন্ত বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে ৪০ শতাংশের বেশি। কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত কিছুটা বাড়লেও ধানচারা রোয়ার পরিস্থিতি অধিকাংশ জায়গায় এখনও হয়নি। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে বর্ষাকালে আমন ধান চাষের জন্য কোনও কোনও জায়গায় সেচের জলের প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণ পরিস্থিতিতে পুকুর, জলাশয়, খাল প্রভৃতি জায়গায় সংরক্ষিত জল সেচের কাজে ব্যবহারে জোর দেয় জলসম্পদ দফতর। পরিবেশের স্বার্থে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানসবাবু জানান, মুখমন্ত্রীর 'জল ধরো জল ভরো' নীতি মেনে রাজ্যেজুড়ে ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার পুকুর খনন করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তৈরি করা হয়েছে ১৫০-র বেশি চেক ড্যাম। এতে সেচের সুযোগ অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু বৃষ্টি কম হওয়ায় সংরক্ষণযোগ্য জলের পরিমাণ কমে যাবে। এই পরিস্থিতিতে ভূগর্ভস্থ জলের কী অবস্থা, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন পড়েছে।

চার্চের জমিতে নির্মাণকাজে বাধা, বিতর্কের মাঝেই নোটিশ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় চার্চের জমিতে নির্মাণকাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল খোদ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। চার্চের তরফে সমাধান চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিল 'ডায়োসেস অফ ক্যালকাটা' নামে একটি খ্রিস্টানদের সংগঠন। বিষয়টি নিয়ে জটিলতা বাড়ায় নজরে আসে কলকাতা পুরসভার। ঘটনার বিরুদেধ অতিসক্রিয় ভূমিকা নেয় কলকাতা পুরসভা। ডিজি, বিল্ডিংয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ওই জায়গায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পাওয়ায় নোটিস পাঠানো হয়েছে পুরসভার তরফে। তবে ঘটনাস্থলে তৃণমূল কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ওই কাউন্সিলরের সেখানে উপস্থিত হওয়া উচিত হয়নি বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেনখোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

কলকাতা পুরসভার ১২৩ নং ওয়ার্ড এলাকায় একটি চার্চের জমিতে নার্সিং কলেজের রক্ষণাবেক্ষনের কাজ চলছিল। অভিযোগ, সেই কাজে বাধা দেন তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে। আর তাতেই সমস্যা বেড়েছে। কাউন্সিলরের বাধায় কাজ থমকে গিয়েছে, তার সুরাহার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিল 'ডায়োসেস অফ ক্যালকাটা'।

জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভার ১২৩ নং ওয়ার্ড এলাকায় একটি চার্চের জমিতে নার্সিং কলেজের রক্ষণাবেক্ষনের কাজ চলছিল। অভিযোগ, সেই কাজে বাধা দেন তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে। আর তাতেই সমস্যা বেড়েছে। কাউন্সিলরের বাধায় কাজ থমকে গিয়েছে, তার সুরাহার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিল 'ডায়োসেস অফ ক্যালকাটা'।

কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কাজ আটকে দেওয়ার অভিযোগ জানিয়েছে ওই সংগঠন। এদিকে কাউন্সিলরের দাবি, তিনি জানতে পেরেছেন নাকি চার্চের জমিতে বেআইনিভাবে নির্মাণ কাজ চলছে। তাই তিনি বাধা দিয়েছিলেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ জানান, 'সুদীপের ওখানে যাওয়া ঠিক হয়নি। বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে বলে মনে হলে পুরসভায় অভিযোগ জানাতে পারত।'

এদিকে, পুরসভার আবাসন বিভাগের ডিজির দাবি, চার্চের জমিতে ওই নির্মাণ বেআইনিভাবেই হচ্ছিল। আগেও তা নিয়ে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নথিপত্র ঠিকমতো দেখাতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। তাই আবারও নোটিস পাঠানো হয়েছে।'

আবার পালটা অভিযোগও উঠেছে, পুরসভা এবং কাউন্সিলর ইচ্ছা করে চার্চের নির্মাণকাজে বাধা দিয়েছেন। তা শুনে ডিজি, বিল্ডিংয়ের বক্তব্য, যারা অভিযোগ তুলছে তারা প্রমাণ করে দেখাক। বাকি পদক্ষেপ পুরসভা নেবে। জমিদখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে এই মুহূর্তে জর্জরিত পুরসভা, ভূমি দফতর। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এনিয়ে বৈঠকে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে চার্চের জমিতে নির্মাণকাজে কাউন্সিলরের বাধাদানের অভিযোগ নতুন মোড় নিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

শুক্রবার হলদিয়া, কলকাতা বন্দর ও ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন শেষ হল। বন্দরের একাধিক সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই সম্মেলনে।

সাইবার অপরাধে ধৃত ওড়িশার ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য বিমার নাম করে সাইবার প্রতারণার হদিস। হাওড়ার চ্যাটার্জী হাটের এক ব্যক্তির ৩টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে খোওয়া যায় প্রায় ৩৩ লাখ টাকা। কেসের তদন্তে নামে চ্যাটার্জী হাট থানার পুলিশ। কেসটি পরে সাইবার ক্রাইম থানার হাতে যায়। সাইবার সেল উইং ঘটনার তদন্তে নামে। গতকাল কলকাতার নিউটাউন থানা এলাকা থেকে ২ প্রতারককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ১৩টি এটিএম ডেবিট কার্ড, ৩৮টি সিম, ৪টি মোবাইল, নগদ ৩ লাখ টাকা ও ২টি চার চাকা গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, জুলাই মাসের শুরুর দিকে হাওড়ার ভোলানাথ নন্দী লেনের বাসিন্দা মানস কুমার দাস চ্যাটার্জী হাট থানাতে সাইবার প্রতারণার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই ব্যক্তিকে একটি বেসরকারি বীমা সংস্থা থেকে একটি মেইল করা হয়। সেই মেইলে তার বীমা পলিসি পুনঃনবীকরণ করানোর জন্য জানান হয়। পাশাপাশি বর্তমান পলিসি প্রত্যাহার করানোর জন্য জানান হয়। এরপর ওই ব্যক্তির বীমার ৩৩ লাখ ৩ হাজার ৭৮৭ টাকা তিনটি ভিন্ন ব্যাংকের একাউন্টে জমা করা হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হাওড়া সাইবার ক্রাইম দফতরের আধিকারিকরা কলকাতার নিউটাউনের একটি আবাসনে বিশেষ অভিযান চালায়।

সেখান থেকে ওডিশার বালাসরের বাসিন্দা সুশীল কুমার জানা (৩৩), উড়িষ্যার সুন্দরগরের বাসিন্দা প্রণব প্রকাশ ভৈ (৪৪)কে গ্রেফতার করে।

ব্যাঙ্ক উপভোক্তার ব্যাঙ্ক একাউন্ট স্টেটমেন্ট উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে দুটি মোবাইল এই সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ঘটনাতে আন্তঃরাজ্য অপরাধ চক্র যুক্ত কিনা সেই বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়াই লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের ৪০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে মডেল বা সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে। সমস্ত জেলা থেকে নিজস্ব বাড়ি রয়েছে এরকম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে থেকে বাছাই করে এই মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। নির্বাচিত কেন্দ্রের প্রত্যেকটিকে মানোন্নয়নের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে বলে সমাজ কল্যাণ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। ওই টাকায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে এলইডি টিভি ও জল শোধনের যন্ত্র বসানো হবে। এছাড়া সবজি বাগান, বর্ষার জল সংরক্ষণ-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পের খরচ নির্বাহ করা হবে।

উল্লেখ্য গত আর্থিক বছরে প্রথম পাঁচ জেলা থেকে ৪,৭৫০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এবার মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অনেক বাড়ানো হয়েছে। এজন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় সমীক্ষা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

আবাস যোজনার কাজ দ্রুত শেষ করতে তৎপর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী অগাস্ট মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অসম্পূর্ণ থাকা প্রায় ১৫ হাজার বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হবে। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, এপর্যন্ত আবাস প্রকল্পে মোটি ৩৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৫১টি বাড়ি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং টাকা প্রদান করা হয়েছে।

তার মধ্যে ৩৪ লক্ষ ১১ হাজার ৯৭৭টি বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৫ হাজার ৬৭৪টি বাড়ির মধ্যে ৪০ হাজার ৮৬৩টি বাড়ি বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণ করা হবে না।

উপভোক্তার মৃত্যু, স্থায়ী স্থানান্তর, জমি সংক্রান্ত আইনি জটিলতা, উপভোক্তার অর্থনৈতিক কারণে অপারগতাই মূল কারণ। বাকি ১৪ হাজার ৮১১টি বাড়ির নির্মাণ কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। তা আগামী মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

অন্যদিকে বিজেপি শাসিত-মধ্যপ্রদেশ, অসম এবং গুজরাটে এখনও পর্যন্ত যথাক্রমে ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৯২টি বাড়ি এবং ৯১.৭১ শতাংশ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে বলে মন্ত্রীর দাবি।

এদিকে আবাস যোজনা প্রকল্পে ১১ লক্ষ ১ হাজার ৭২৩ টি বাড়ি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পর দেড় বছর পেরিয়ে গেলেও, বরাদ্দ না মেলায় উপভোক্তাদের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া যায়নি। রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার থেকেই ওই উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।

কিছুক্ষণের জন্য কমিউনিটি হলের ভাড়া ৬০ হাজার, বিস্মিত বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা দিনের জন্য নয়, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় একটি কমিউনিটি হল ভাড়া নিতে হলে গুণতে হচ্ছে ৬০ হাজার টাকা। একটি মামলায় এমনি তথ্য উঠে আসায় রীতিমতো বিস্মিত কলকাতা হাই কোর্ট। বিজেপির একটি রক্তদান শিবিরে পুলিশের অনুমতি না দেওয়া নিয়ে মামলা দায়ের হয় উচ্চ আদালতে। সেখানেই উঠে আসে এই বিরাট অঙ্কের ভাড়ার কথা। যা নিয়ে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। বিচারপতি বলেন, 'আপনাদের বিরুদ্ধে তো ভিজিলেন্সে অভিযোগ করা উচিত।'

উল্লেখ্য, আগামী ১৪ জুলাই বিজেপির টালিগঞ্জ ৩ নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে বাঁশদ্রোণির একটি ক্লাবের সামনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন জানান উদ্যোক্তারা। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়, যেহেতু ওই রাস্তা অত্যন্ত ঘিঞ্জি এবং প্রচুর গাড়ি যাতায়াত করে, তাতে ট্রাফিকের সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া প্রচুর মানুষজন ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে অন্য একটি সংযোগকারী রাস্তায় যান। তাই ওখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলে প্রচুর মানুষ সমস্যায় পড়বেন।

বিকল্প জায়গা হিসেবে রাজ্যের কৌঁসুলি অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'অভিনন্দন কমিউনিটি হলের ভাড়া ৬০ হাজার টাকা। সেই টাকা দিলে রক্তদান শিবিরের অনুমোদন দিতে পারে রাজ্য।' একথা শুনেই ভিজিলেন্সে অভিযোগ জানানোর হুঁশিয়ারি দেন বিচারপতি। একইসঙ্গে, আবেদনকারীদের বিকল্প জায়গায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনের পরামর্শ দিয়ে বিচারপতি বলেন, 'আপনারা তো বিকল্প হিসেবে এলাকার কোনও কমিউনিটি হল ভাড়া নিতে পারেন।' বিজেপির আইনজীবী বিচারপতিকে জানান, ওই কমিউনিটি হলগুলি তৃণমূলের নেতৃত্বাধীন, ওরা বিজেপিকে রক্তদান শিবির করার জন্য অনুমোদন দেবে না। এই কথার প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট জায়গায় উদ্যোক্তারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে পারবেন বলে জানিয়েছে আদালত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

হারানো প্রাপ্তি

বিজয়পথ ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর সম্পত্তির মূল দলিল নং ৩৬৫১/২০১৪ পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে হারিয়ে গেছে। যা সেঞ্চুরি প্লাজা, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতায় অবস্থিত।

যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে যোগাযোগ করুন ঃ
তাপস-(মোঃ) ৯৮৩৬২ ৫২৪৬১

হারানো প্রাপ্তি

সাউদার্ন রিসোর্সেস এ্যাণ্ড হোল্ডিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর সম্পত্তির মূল দলিলগুলি নং ২৪১৬/২০১০, ২১৫৩/২০১০, ৪৩৬১/২০০৬ এবং ২৭৮০/২০০৭ পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে হারিয়ে গেছে। যা পোন্নেরি, তিরুভাল্লুর জেলা তামিলনাড়ুতে অবস্থিত।

যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে যোগাযোগ করুন ঃ
তাপস-(মোঃ) ৯৮৩৬২ ৫২৪৬১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Suc. Case No. 21 of 2022
স্বপ্না সেনগুপ্ত ও অন্যান্য
........আবেদনকারিণী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **বীণা সেনগুপ্ত** গত ইং ০৪.০৮.২০১৮ তারিখে হিজলী কো-অপারেটিভ সোসাইটি অধীন, প্রেমবাজারে পরলোক গমন করায় তাহার, ত্যক্ত ১২৫/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারীগণ আদালতে আবেদন করিয়াছেন।
উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

Schedule

The Hijli Co-operative Development Society Ltd., P.O. Hijli Co-Op. - 721306, P.S. Kharagpur (T) Dist.Paschim Medinipur. **Regd. No. Mid. 62/1947.**	**Share Certificate** 5 (five) Shares of Rs. 25/- each dated 24.03.1957, numbered 1531 to 1535, later recorded in the name of Bina Sengupta dt. 11.11.97 Number of Shares - 5 * Rs.25/- = Rs.125/- **Total= Rs.125/-**

অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র
তাং-২৬.৪.২৪ সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর

নোটিশ

এতদ্বারা সকল এজেন্সিকে জানানো যাচ্ছে যে, টেন্ডার (E-1– E-2) ২০২৪- ২৫ টেন্ডারের ওপেনিং তারিখ ১৪.০৭.২০২৪ রবিবার হওয়ার কারণে উক্ত তারিখের পরিবর্তে ১৫.০৭.২০২৪ তারিখে টেন্ডার ওপেনিং হবে। এবং (E-1– E-2) ও (E-28, E-29, E-18, E-19, 2nd call) এর হার্ড কপি ২২.০৭.২০২৪ তারিখ বেলা 1.00P.M. এ উল্লেখিত অফিসে জমা করতে হবে।

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

॥ নোটিশ ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **PRATAP DIG** S/o. Sri Bholanath Dig, সাকিম খুড়িগাছি দক্ষিণপাড়া, পোঃ সারদাপল্লী, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন 712124, বিগত ইং 01/09/2015 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-281/15 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **MD. AZAD**, S/O. Md. Sakur সাকিম 14/1, এস.এম.বাই লেন চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন 712222, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **MD. AZAD**, এ.ডি.এস.আর, শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে আমাকে **SHRI RAKESH KUMAR SHARMA** S/o. Ramavatar Mistri সাকিম গ্রাম 93 বাধাহিয়া, লক্ষ্মীসরাই, পিন 811302, বিহার, মহাশয়কে – I-2128/2016 নং দলিল মূলে 0.033 একর বা 2 কাঠা বিক্রয় করেন।
তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা - শ্রীরামপুর, মৌজা - দীর্ঘাঙ্গ, জে. এল.- 04, হাল এল.আর. খতিয়ান - 3088, আর. এস. দাগ নং - 1049, হাল এল. আর. 1050 দাগে শালি জমি, মোট ষোল আনায় 43 শতকের মধ্যে 0.033 একর বা 2 কাঠা অত্র দলিলে বিক্রয় করা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি-
Rakesh Kumar Sharma

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংকান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে আমি শ্রী দুলাল হালদার , পিতা- মৃত কুঞ্জ হালদার ভারতীয় নাগরিক, সাং- ঘূর্ণী নতুনপাড়া, পোঃ-ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০৩ জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালী অধীন ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস ৬৫৫২ নং এল.আর ৪৩৭৪৫ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ১৯২ নং এল.আর ৮৪৫ নং দাগের ০.০০৭৬ একর বা ০.৭৬ শতক এবং আর.এস ৬৫৫১ নং এল.আর ৪৩৭৪৫ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ১৯৩ নং এল.আর ৮৪৪ নং দাগে ০.০৭০২ একর বা ০৭.০২ শতক, একুনে মোট ০.০৭৭৮ একর বা ০৭.৭৮ শতক সম্পত্তি (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের নগেন্দ্রনগর তৃতীয় লেনস্থিত ০৬ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী ১৬.০৪.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি. এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮৯১/২০২৪ নং রেজিষ্ট্রিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী কাঞ্চন চট্টোপাধ্যায় ওরফে কাঞ্চন চাটার্জী, পিতা- মৃত হেম কুমার চট্টোপাধ্যায়, সাং- নগেন্দ্রনগর তৃতীয় লেন, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১- মহাশয়-দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমি শ্রী দুলাল হালদার গত ইং- ২০.০৬.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬১৭৪/২৪ নং একখানি কোবলা দলিল বলে ১) পিন্টু সাহা ২) কৃষ্ণ সাহা উভয়ের পিতা- নিতাই সাহা সাং- বেজখালী লেন, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১ মহাশয়কে এল.আর ৮৪৫ নং দাগের ০.৩২ শতক এবং এল.আর ৮৪৪ নং দাগে ০৩.৬০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষনে ১) পিন্টু সাহা ২) কৃষ্ণ সাহা মহাশয়দ্বয় স্থানীয় কৃষ্ণনগর-১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Advocate, Krishnanagar Judges Court, Nadia

আমমোক্তারনামা

২৭.০২.২০২৪ তারিখে 1000-IS/22/2024 নং. মেমো দ্বারা প্রকাশির আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) মূলে মিউটেশন করার ক্ষেত্রে নিয়মাবলী।
আমমোক্তার পত্র নং 100/17-7/Sep/2017 বড়গাছিয়া সাবরেজিষ্ট্রি হয়েছে।
মৌজা ঃ ইছানগরী, জে.এল.-১, এল.আর. দাগ নং. ২২৫৯/২৪৩৬, ২২৬৯, ২৪৩৬ নং. দাগে ডাঙ্গা ১ আনা অংশে ১ একর ২৪ শতক মধ্যে ০.৪৭০০ অংশে ৫৮ শতক হইতে ৩.৩২ শতক সম্পত্তি বিক্রিত হইল। এল.আর. খতিয়ান ৭০১।
আমমোক্তার দাতাগন ঃ-
১) সেখ জয়নাল আবেদিন, পিতা-মরহুম সেখ অজেদ আলি, ২) সেখ মেসবাউদ্দিন, ৩) সেখ আজহারউদ্দিন, উভয়ের পিতা সেখ জয়নাল আবেদিন। সকলের জাতি- ভারতীয়, ধর্ম-ইসলাম, সাং-পাঁচবেড়িয়া, পোষ্ট-লক্ষ্মনপুর, থানা-জাঙ্গিপাড়া। ৪) জুলেখা বেগম, স্বামী সেখ সারাফত আলি, সাং-পার্বতীপুর, পোষ্ট-বড়গাছিয়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, পিন-৭১১৪০৪। ৫) জাহানারা বেগম, স্বামী সেখ হাসমাতুল্লা, সাং-সন্তোষবাটী, পোষ্ট-মাজু, থানা-জগৎবল্লভপুর, পিন-৭১১৪১৪। ৬) এসরাতুন বিবি, স্বামী-সেখ মোস্তাকিন, সাং-পার্বতীপুর, পোষ্ট- বড়গাছিয়া, থানা-জগৎবল্লভপুর, পিন-৭১১৪০৪। ৭) সাবিনা বেগম, স্বামী-কাজী মহঃ শাহজাহান, সাং ও পোষ্ট- আকুনী, থানা-চন্ডীতলা, পিন-৭১২৭০১। ৮) জাহিরুল বেগম, স্বামী-সেখ সাকুল হোসেন, সাং ও পোষ্ট -মুন্ডলিক, থানা-জাঙ্গীপাড়া, পিন-৭১২৪০৪।
আমমোক্তার গ্রহীতা ঃ-
রফিকুল ইসলাম বেগ, পিতা-আব্দুল রহিম বেগ, সাং- জামালপোতা, পোষ্ট ও থানা-জগৎবল্লভপুর, এনারা 6/ Mar/2024 তারিখে একটি রেজিষ্ট্রি দলিল করিয়া দেন এক ক্রেতাকে, সেই দলিল নং 1767/2024 মূলে ক্রেতা- সানজিদা জাসমিন, স্বামী-মরহুম আবু নসর মহঃ ওজিহুদ্দিন, সাং-ঝিংরা, পোষ্ট ও থানা-জগৎবল্লভপুর, পিন-৭১১৪০৮। বড়গাছিয়ায় রেজিষ্ট্রি হয়েছে। যদি কারও কোনরূপ অবজেকশন থাকে তাহলে উপযুক্ত তথ্যপ্রমান সহ একমাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন জগৎবল্লভপুর মুন্সিরহাট রিয়ালা রেজিস্ট্রি অফিসে। না হলে আইন মোতাবেক কাজ হইবে।

আমমোক্তারদাতাদের পক্ষে
সেখ জয়নাল আবেদিন

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৪ ই জুলাই, রবিবার। ২৯ শে আষাঢ়, অষ্টমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রিবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত

(আজ কথামৃতকার "শ্রীম" র মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। ত্রিপুরা রাজ্য র শ্রী খারচী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ জুলাই ২০২৪ ২৯ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার

মানিকতলায় জয়ের ট্রেন্ড বজায় রাখলেন সাধনপত্নী সুপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক সাধন পাণ্ডের জয় রথকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরই সহধর্মিনী সুপ্তি পাণ্ডে। ২০২৪-এর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবেকে পরাস্ত করে মানিকতলা তৃণমূলের দখলেই রাখ লেন সাধনপত্নী সুপ্তি পাণ্ডে। ৬০ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয়ী তিনি।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রয়াত হন মানিকতলার দীর্ঘদিনের বিধায়ক সাধন পাণ্ডে। তিনি জীবিত থাকাকালীনই ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মানিকতলার গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে মামলা করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। সেই মামলার কারণেই সাধনবাবু প্রয়াত হলেও দীর্ঘদিন উপনির্বাচন হয়নি ওই আসনে। অবশেষে গত ১০ জুলাই হয় উপনির্বাচন। শনিবার ছিল ভোটগণনা। শুরু থেকেই এগিয়ে ছিলেন সাধন জায়া সুপ্তি পাণ্ডে। ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে দশটা নাগাদ মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় ফল। ষষ্ঠদফার গণনা শেষে ২০ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে সুপ্তিদেবী। গণনা শেষে দেখা গেল এবারও মানিকতলা তৃণমূলের দখ লেই। ব্যাবধান ৬০ হাজারের বেশি।

এদিন সকাল থেকেই গণনা কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে দুই দলের প্রার্থীকে। তৃণমূল এগিয়ে যেতেই কল্যাণ চৌবে অভিযোগ করেন, যদি

৫৫ শতাংশ ভোট পড়ে থাকে, তার ৫০ শতাংশই রিগিং। এদিকে সুপ্তি পাণ্ডেও জয় নিয়ে একশো শতাংশ নিশ্চিত। তিনি বলেন, 'যদি কেউ রিগিংয়ের অভিযোগ করেন, সেক্ষত্রে একটা বুথের ফল আমরা ধরব না। তাতেও তৃণমূলই জয়ী।' সাধন পাণ্ডের গড় তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে তৃণমূলের দখলেই থাকায় খুশি দল। জয় ঘোষণার পরই আবির খে লায় মাতেন কর্মীরা।

প্রসঙ্গত, এবার মানিকতলা আসনটি নিজেদের দখলে নিতে মরিয়া ছিল বিজেপি, গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। সম্প্রতি একটি চাঞ্চল্যকর কল রেকর্ডিং প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সেখানে মানিকতলায় বিজেপিকে জেতানোর জন্য কুণালবাবুর কাছে সহযোগিতার আর্জি করতে শোনা যায় কল্যাণকে। বিনিময়ে পদের প্রলোভনও দেখানো হয়। যা প্রকাশ্যে আসতেই প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সবশেষে শেষ হাসি হাসল তৃণমূল।

গণতন্ত্র রক্ষার্থে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বঙ্গে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে বাজিমাত ঘাসফুলের। পরাজয়ের মুখ দেখতে হল বঙ্গ বিজেপিকে। তবে চার কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের ফল নিয়ে হতাশ নন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এবার বাংলায় গণতন্ত্র রক্ষায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে চলেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এই বিষয়ে তিনি আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনাও করছেন। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'বাংলায় গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী বিক্রি হয়ে গেছে। মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে পৌঁছতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ নির্বাচন কমিশন উদাসীন।' তাঁর দাবি, গণতন্ত্র রক্ষায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত। একইসঙ্গে উপনির্বাচনে হার নিয়ে পরাজিত বিজেপি প্রার্থীরা ছাপ্পা ভোট এবং ভোট লুঠকেই দায়ী করছেন।

প্রসঙ্গত, চোর সন্দেহে আড়িয়াদহ তালতলা স্পোটিং ক্লাবের ভেতরে একজনকে চ্যাঙদোলা করে তালিবানি কায়দায় অত্যাচারের ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। সেই অত্যাচারের ঘটনা নাকি ২০২১ সালের মার্চ মাসের। যদিও ভাইরাল হওয়া ভিডিওয়ের সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। সেই ঘটনায় ধৃত কামারহাটির ত্রাস জয়ন্ত সিং এবং তার দলবল এখন পুলিশি হেফাজতে। উল্লেখ্য, আড়িয়াদহ তালতলা স্পোটিং ক্লাবের 'হোতা' জয়ন্ত সিং গ্রেফতার হতেই প্রথমে দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরক্ষণে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের কাছেও নাকি হুমকি ফোন আসে। শাসকদলের দুই জনপ্রতিনিধির কাছে আসা হুমকি ফোন নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, 'ওনারা আগে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিক। তারপর ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাথমিক সদস্য পদ নিক। তাহলে ওনাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী সুরক্ষা দেবে।' তাঁর দাবি, 'শাসকদলের সাংসদ ও বিধায়ক হয়ে বাংলার পুলিশের ওপর ওনাদের ভরসা নেই। তাই ওনারা খুনের হুমকিতে ভয় পাচ্ছেন।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূলের কিছু বর্তমান ও প্রাক্তন কাউন্সিলর আড়িয়াদহ কান্ড নিয়ে এখন মুখ খুলছেন। যারা মুখ খ ুলছেন তারা বাম আমলে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।' প্রসঙ্গত, গ্রেফতারের পরও জয়ন্তের বেপরোয়া মনোভাব প্রকট। তা নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, 'পুলিশের অক্সিজেনেই ওর এত বাড়বাড়ন্ত।'

গণধোলাই রুখতে ছোট চুরিতেও অবহেলা নয়, নির্দেশ ওসিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোনও চুরির ক্ষেত্রেই আর অবহেলা নয়। সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে ব্যবস্থা। কারণ, ছোট চুরির ঘটনা থেকেই ঘটে যেতে পারে গণধোলাইয়ের ঘটনা। গণধোলাই রুখতে এমনই নির্দেশ দিলেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। কলকাতার প্রত্যেকটি থানার ওসি ও পুলিশকর্তাদের নিয়ে অপরাধ দমন সংক্রান্ত বৈঠকে পুলিশ কমিশনার জানান, কোনও এলাকায় পরপর চুরি হচ্ছে কি না, থানার ওসিদের নজর রাখতে হবে। চুরির ঘটনায় শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে জেনারেল ডায়েরি করলে চলবে না। তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কারণ, ছোট চুরি থেকেই ঘটে যেতে পারে গণধোলাইয়ের মতো বড় ঘটনা। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ, ফুটপাথের একপাশেই যাতে

হকাররা বসেন, সেদিকে থানার ওসিদের কড়া নজর দিতে হবে। রাতে কলকাতার বিভিন্ন ফুটপাথে ভবঘুরে ও গৃহহীনরা থাকেন। তাঁদের প্রত্যেককেই 'নাইট শেল্টার'-এ রাখ ার ব্যবস্থা করতে হবে। বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে পুলিশকে আরও কড়া হতে হবে। শুধু 'এসওপি' মানা হচ্ছে বললে হবে না। প্রথমবার কোনও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠলে পুরসভাকে জানিয়ে পুরসভার নির্দেশ মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফের একই জায়গায় বেআইনি নির্মাণ হলে আর পুরসভার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। থানার ওসিরা নিজেরাই গিয়ে বেআইনি নির্মাণের অংশ ভেঙে ফেলতে পারবেন। যদিও কোনও ওসি তা না করেন, তবে সেই দায়ভার তাঁকেই নিতে হবে। সম্প্রতি কলকাতায় একাধিক জায়গায় গুলি চলেছে। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ, শহরের কোথাও যেন গুলি না চলে। তার জন্য দাগী অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে রাখ তে হবে। এদিন তিনটি সাইবার অপরাধের মামলাকে উদাহরণ তুলে ধরে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন পুলিশ কমিশনার।

বিচারপতি সিনহার কাছ থেকে কয়েকটি মামলা গেল বিচারপতি ভরদ্বাজের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাধিক মামলা সরে গেল বিচারপতি অমৃতা সিনহার ঘর থেকে। এতদিন পর্যন্ত পুলিশের অতি সক্রিয়তা বা পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার মামলা শুনতেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আদালত সূত্রে খবর, এবার এই সব মামলাগুলিকে এবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ২০২২ সালের আগের ও পরের মামলাগুলি পৃথক বেঞ্চে শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে।

২০২২ সালের আগের মামলাগুলি শুনবেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তবে ২০২২ সালের পরের মামলাগুলি অর্থাৎ সাম্প্রতিক মামলাগুলি শুনবেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। সাম্প্রতিক যে মামলাগুলিক নিষ্পত্তি হয়নি, সেগুলি সরে যাচ্ছে বিচারপতি সিনহার বেঞ্চ থেকে।

অন্যদিকে, বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে আসছে নতুন কিছু মামলা। এতদিন ধরে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলি শুনতেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। এবার সেই সব মামলা সরে যাচ্ছে বিচারপতি সিনহার বেঞ্চে।

উল্লেখ্য, শুক্রবারই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটের একটি মামলায় দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। একজন অভিযুক্তের জামিন পাওয়ার ৪ দিন পর মৃত্যু হওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সেই মামলাও এবার সরে যাবে বিচারপতি ভরদ্বাজের ঘরে।

বাংলা থেকে দিল্লি, ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সঙ্গী হতে চা-এর আড্ডা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে দারুণ ফলাফল করেছে রাজ্যের শাসকদল। বিজেপিকে বঙ্গের মাটিতে দাঁড়াতেই দেয়নি জোড়াফুল। ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯টিতেই জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের প্রার্থীরা। এই জয়ের মেগা উদযাপন হতে চলেছে ২১ জুলাই, শহিদ দিবসের মঞ্চে। অন্তত এমনই জানিয়েছিলেন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নতুন কর্মসূচির কথা জানা গেল তৃণমূল সূত্রে। শহিদ দিবসের আগের দিন 'চায়ের আড্ডা'য় মিলিত হবে তৃণমূলপন্থী একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ। আড্ডার পাশাপাশি চলবে মত বিনিময়। তাতে যোগ দিতে সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে। আড্ডার স্থান, সময় সবই স্যোশাল মিডিয়া পোস্টে প্রকাশ করা হয়েছে। রয়েছে আয়োজকদের নাম ও যোগাযোগের নম্বরও।

প্রতি বছরই তৃণমূলপন্থী সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপগুলির সমবেত মিলনোৎসব হয়ে থাকে 'চায়ের আড্ডা'য়। এভাবেই সকলে একজায়গায় মিলিত হয়ে মত বিনিময় করেন। উঠে আছে বেশ কিছু পরামর্শ, যা পরবর্তী সময়ে দলকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিছু ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার সুযোগও মেলে এই অনুষ্ঠানে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া সংগঠনগুলি একত্রিত হচ্ছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিনে। আগামী শনিবার, ২০ জুলাই। ২১ জুলাইয়ের ঠিক আগের দিন। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানানো হয়েছে, হাজরার সুজাতা দেবী স্মৃতি সদনে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলবে এই আড্ডা।

তবে এই 'চায়ের আড্ডা' যে নিছকই আড্ডা নয়, তা স্পষ্ট আড্ডার আমন্ত্রণপত্রে। কারণ, এই নিমন্ত্রণ পত্রে স্পষ্ট লেখা আগামী দিনে বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সঙ্গী হতে এই উদ্যোগ। মূল উদ্যোক্তা বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ-সহ বেশ কয়েকজন। ঘণ্টা পাঁচেকের টানটান গল্প-আলোচনায় উঠে আসবে দলের খুঁটিনাটি বিষয়। বিশেষত লোকসভা ভোটে বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়ার পর দিল্লিতে কেন্দ্রকে চাপে ফেলতে নতুন নতুন কৌশল নিয়ে কথা বলতে পারেন বিশিষ্টরা।

অর্ণব ইস্যুতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ফোন কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অর্ণব দামের পাশে যে আছেন কুণাল ঘোষ, আরও একবার প্রমাণ দিলেন। এর আগে কুণাল ঘোষ নিজেই জানিয়েছিলেন, মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম ওরফে বিক্রমের পিএইচডিতে ভর্তি হওয়া নিয়ে কারামন্ত্রী অখিল গিরি ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। এবার কথা বললেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে। সূত্রের খবর, ফোনে বর্ধমানের উপাচার্য গৌতম চন্দের সঙ্গে কথা বলেন কুণাল ঘোষ। অর্ণব দামের ভর্তির জন্য অনুরোধ জানান কুণাল। সূত্রের খবর, কুণাল উপাচার্যকে এও জানান, সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ সমস্ত ব্যবস্থা করতে রাজি। ভর্তির ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করেন গৌতম চন্দকে। সোমবারই ভর্তির ব্যবস্থা হতে পারে। এক সময় কিষেণজীর অত্যন্ত স্নেহভাজন হিসাবে পরিচিত মাওবাদী নেতা ছিলেন অর্ণব।

প্রসঙ্গত, মাওবাদী নেতা অর্ণব দামের পিএইচডি করা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। ইন্দিরা গান্ধি ওপেন ইউনিভার্সিটি বা ইগনু থেকে ইতিহাসে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেন অর্ণব। এরপরই সংশোধনাগারে বন্দি অবস্থাতেই পিএইচডি করার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেন। ২৫০ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। মেধাতালিকায় শীর্ষে অর্ণবের নাম। আর তাঁর নাম শীর্ষে

আসার পরই তৈরি হয় জটিলতা। কাউন্সেলিংয়ের আগের দিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, আপাতত এই পর্ব স্থগিত রাখা হচ্ছে। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক। উপাচার্যের বক্তব্য, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ মাসের একটা কোর্স ওয়ার্ক হয়। সেটা অফলাইনে হয়। সেক্ষেত্রে হুগলি সংশোধনাগারের ছাত্র, মেধা তালিকায় যার নাম প্রথমে তিনি কীভাবে যাতায়াত করবেন সে বিষয়ে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের কাছেই জানতে চাওয়া হয়েছে। তাই কাউন্সেলিং স্থগিত রাখা হয়েছে। ফলে শুধু তিনিই নন, এই পরীক্ষায় কৃতকার্য কেউই ভর্তি হতে পারছেন না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্থগিত করে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এক সময় খড়গপুর আইআইটিতে ভর্তি হয়েছিলেন প্রাক্তন বিচারকের ছেলে অর্ণব দাম। পরে আচমকাই একদিন উধাও হয়ে যান। এরপর জানা যায় মাওবাদীদের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার হন তিনি। আপাতত তিনি বিচারাধীন বন্দি হিসাবে হুগলি সংশোধনাগারে রয়েছেন।

হকার ও বেআইনি নির্মাণ নিয়ে উত্তপ্ত কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হকার এবং বেআইনি নির্মাণ নিয়ে উত্তপ্ত হল কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন। ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, বিজেপির সজল ঘোষ এদিন তাঁর প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ে বলেন, 'হকার উচ্ছেদের ফলে বহু মানুষ বেকার হচ্ছেন। তাঁদের উপযুক্ত পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা উচিত। পুরসভা এক একটি এলাকায়, এক এক রকমের পন্থা অবলম্বন করছে।' এর প্রতিবাদ করতে দেখা যায় শাসক দলের কাউন্সিলর জসিমুদ্দিন, মেয়র পারিষদ স্বপন সমদ্দার, প্রবীণ কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্তকে। শুরু হয় হট্টগোল। এরপরই চেয়ারপার্সন মালা রায় তাঁদের ধমক দিয়ে শান্ত করান। সজলের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, কলকাতায় কোনও হকার উচ্ছেদ হয়নি। নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ফুটপাথের এক চর্তুথাংশ জায়গায় হকার ব্যবসা করবেন। বাকি দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে মানুষ হেঁটে যাবেন। সঙ্গে এও বলেন, 'পাঁচ দফায় হকার সমীক্ষার রিপোর্ট জমা পড়েছে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার কাজ শেষ হলে নবান্নে পাঠানো হবে। এরপরে সারপ্রাইজ ভিজিট করা হবে। ২০১৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, শহরে হকারের সংখ্যা ২ লক্ষের উপরে। কিন্তু গত নয় বছরে শহরে হকারের সংখ্যা কত বাড়লো, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি হকার নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির অন্যতম সদস্য, মেয়র পারিষদ তথা বিধায়ক দেবাশিস কুমার। বিজেপির কাউন্সিলর বিজয় ওঝা বলেন,'বেআইনি নির্মাণ বন্ধ নিয়ে শহরে যত হৈচৈ হচ্ছে, সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। বেআইনি নির্মাণ বন্ধে কড়া আইন প্রয়োজন। অথচ পুরসভা তা করছে না।' বিজয়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করে ফিরহাদ জানান, বেআইনি নির্মাণের সমস্যা একদিনের নয়, ১০০ বছর ধরে চলে আসছে। বিশেষ করে কলকাতার সংযোজিত এলাকায় এই সমস্যা অনেক বেশি। গার্ডেনরিচে বেআইনি বহুতল ভেঙে ১২ জনের মৃত্যুর পরে শহর জুড়ে বেআইনি নির্মাণ বন্ধে পুরসভা কী ভাবে কাজ করেছে, তা এ দিনের অধিবেশনে জানান মেয়র।

জার্মানি থেকে আসছে মেশিন, শুরু হবে খিদিরপুর থেকে এসপ্ল্যানেডের সুড়ঙ্গের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ সালের মার্চ মাসে খিদিরপুর থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শুরু হবে, এমনটাই খবর কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে। একইসঙ্গে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফে এও বলা হয়েছে, 'কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনে ভিক্টোরিয়া স্টেশনের নির্মাণকাজ ভালভাবেই চলছে। পার্পল লাইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হয়ে উঠবে ভিক্টোরিয়া। যা কলকাতার ময়দান এলাকার গেটওয়ে হবে।' সেইসঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার চেষ্টাও চলছে। চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে 'ওয়ার্ক অর্ডার'-ও। এই প্রসঙ্গেই জানা গিয়েছে, আগামী বছরের গোড়ার দিকে জার্মানি থেকে দুটি টানেল বোরিং মেশিন আসবে। তারপর সেই মেশিন দুটি একত্রিত করেই জোরদার হবে কাজ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের ১৭০ মিটার ডি-ওয়াল তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে যে এখনও ৫৩৯ মিটার ডি-ওয়াল তৈরি করবে জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের আরভিএনএল। সেই কাজ সম্পূর্ণ

করতে মাস চারেক সময় লাগবে। কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, মাটি খননের কাজ শুরু করা হবে। সেইসঙ্গে স্টেশনের স্ল্যাব নির্মাণের কাজ চলবে। আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো স্টেশনের দৈর্ঘ্য হবে ৩২৫ মিটার। আর ১৪.৭ মিটার গভীরে তৈরি করা হবে ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম।

জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরের খিদিরপুর থেকে পার্কস্ট্রিট পর্যন্ত টানেল তৈরির কাজের জন্য দুটি টানেল বোরিং মেশিন ব্যবহার করা হবে। যা খি দিরপুর শাফট থেকে নামানো হবে বলে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। বর্তমানে খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুল চত্বরে সেই শাফট তৈরির কাজ চলছে। এই কাজে ঐতিহাসিক সৌধ ভিক্টোরিয়ার ক্ষতি হতে পারে কি না, তা জানতে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করা হয়েছিল। মাদ্রাজ আইআইটি-এর তত্ত্বাবধানে করা ওই সমীক্ষায় অবশ্য আশঙ্কার আভাস মেলেনি। মাটির ১৪.৭ মিটার গভীরতায় ৩২৫ মিটার লম্বা ওই স্টেশন তৈরি হবে টপ ডাউন পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে।

মেট্রোর পার্পল লাইনে মোমিনপুর থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্টেশনটি পড়বে। মাঝেরহাটের ভিক্টোরিয়ার আগের স্টেশনটি হবে খিদিরপুর। এবং ভিক্টোরিয়ার পরের স্টেশন হবে পার্কস্ট্রিট। তারপরই লাইনটি গিয়ে পড়বে এসপ্ল্যানেডে। এই লাইনের পুরো কাজ সম্পন্ন হলে বেহালা থেকে ধর্মতলা আসা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

'কিছু কুখ্যাত অপরাধী দলে ঢুকে গিয়েছে', দাবি সৌগত রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামী ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহীদদের স্মরণে তৃনমূলের জনসভা রয়েছে। সেই সভার প্রধান বক্তা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১ জুলাইয়ের শহীদ সমাবেশ সফল করতে শনিবার খ ড়দার 'কলত্র' অনুষ্ঠান বাড়িতে এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে সাংসদ সৌগত রায় আক্ষেপের সুরে বললেন, 'কিছু কুখ্যাত অপরাধী দলে ঢুকে গেছে। রাজনৈতিক সচেতন সম্পন্ন যুবকদের সক্রিয় হতে হবে। তাহলে এঁরা দলে ঢুকতে পারবে না।' বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদের দাবি, 'দুষ্কৃতীদের রুখতে দলীয় কর্মীদের রাস্তায় নেমে লড়াই করতে হবে।' সুতরাং দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদের নিশানা যে এদিন আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিংয়ের দিকেই ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, জয়ন্ত গ্রেফতার হওয়ার পর সাংসদ সৌগত রায়কে ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। উক্ত সভায় সাংসদ সৌগত রায় ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন খড়দার বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, খড়দার চেয়ারপার্সন নিলু সরকার, উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ব্যারাকপুরে হকার উচ্ছেদে বাধা পেয়ে পিছু হটল রেল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিয়ালদা মেইন শাখার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ব্যারাকপুর। এই স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ দখ লদার উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে পূর্ব রেল। নোটিশ মোতাবেক শনিবার বেলায় রেল প্রশাসনের তরফে হকার উচ্ছেদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রেল হকারদের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্ছেদে বাধা দেয় আইএনটিটিইউসির রেল হকার্স ইউনিয়ন। রেল হকার্স ইউনিয়নের ব্যানারে হকাররা এদিন স্টেশন চত্বরে ও প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রতিবাদ মিছিল করে। তারপর রেল হকার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল ব্যারাকপুর স্টেশন প্রবন্ধকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হকার উচ্ছেদ নিয়ে রেল হকার্স নেতা তথা ভাটপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিপ্লব মালো বলেন,

'পুনর্বাসন ছাড়া কোনওভাবেই হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। তবে রেলের তরফে স্টেশন চত্বরে কিছু ঝুপড়ি উচ্ছেদ করতে বলা হয়েছে। আগামী ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে রেলের নির্দেশ মতো ঝুপড়িগুলো সরিয়ে ফেলা হবে।' যদিও উচ্ছেদ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিজেপি নেতা মিলন কৃষ্ণ আশ বলেন, 'রেলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে জবরদখল উচ্ছেদ করার প্রয়োজন আছে। রেল যাত্রীদের সুবিধার্থে অবৈধ দখলদার সরানো উচিত।' মিলন বাবু আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো রাজ্য জুড়ে তো জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান চলছে। পুনর্বাসন না দিয়েই তো উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাহলে রেলের জায়গায় অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান করতে গেলে রাজ্যের শাসকদলের তরফে পুনর্বাসনের দাবি উঠছে কেন।'

সম্পাদকীয়

অত্যাচারের পাপ কি সহজে মোছা যাবে?

অবশেষে বাংলা পার করল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ৪ জুন। ঘোষিত হল সারা দেশের সাথে বাংলার ৪২টি আসনেরও লোকসভা আসনের ফলাফল। তীব্র রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, রেষারেষি, কাদা ছোড়াছুড়ি, রক্তপাত ও বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ যোগ্যতা, ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের ঝুলি ভরল। পাহাড় থেকে সাগর, জঙ্গলমহল;সর্বত্র রাজ্যের শাসক দলেরই জয় জয়কার হয়েছে। কিছু আসনে জিতেছেন বিরোধী দলগুলির প্রার্থীরাও। এই ভোটের ফলাফল ফের প্রমাণ করল, গ্রাম বাংলা এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। অন্তত গ্রামের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প খোঁজার প্রয়োজন মনে করছে না। পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে, নিজ নিজ ঘোষিত অবস্থান ও আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েও একাধিক বিরোধী দল কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছে। দলীয় সমর্থকদের মতের বিরুদ্ধে গিয়েই জোট বেঁধেছে তারা। হাওড়ার কান্দুয়া আর সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি টাটকা রেখেই কংগ্রেস হাত ধরেছে সিপিএমের! তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এর বাইরে অলিখিত জোট হয়েছে রাম-বাম-শ্যামের! ২০১৯ লোকসভা ভোটের সুখস্মৃতিতে মগ্ন বিজেপি ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে আগে এই ভোটকেই গা গরম করে নেওয়ার মওকা বেছে নিয়েছিল। কিন্তু ফলাফল পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, রাজভবন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'আশীর্বাদ' সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের যাত্রাভঙ্গ করতে যারপরনাই ব্যর্থ হয়েছে বঙ্গ বিজেপি। বিধনসভার নির্বাচন এক বছর কয়েক মাস বাদেই। তার আগের এই ভোটের ফলাফল নিঃসন্দেহে রাজ্যের শাসক দলকে বাড়তি ভরসা জোগাবে। শাসক দলের প্রতি গ্রাম বাংলার এতখানি ভরসা শহরবাসীকেও প্রভাবিত করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কোনও সন্দেহ নেই, মানুষের এই টাটকা সমর্থন নিয়েই এবার রাজ্যের শাসক দল এবং সরকার দিল্লির বিরুদ্ধে সুর চড়াবে আরও বেশি। সবচেয়ে বেশি সরব হবে বাংলার মানুষের সঙ্গে কেন্দ্রের মোদি সরকারের লাগাতার বঞ্চনার বিরুদ্ধে। কারণ এবার আর বিজেপির একার সরকার নয়, এনডিএ জোটের সরকার। আর ইন্ডিয়া জোটও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েই দেখা দিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে।

আনন্দকথা

মনোমোহনের মাতাঠাকুরানী পরম ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী ঠাকুরকে পরিবেশন করিয়াছিলেন। রাম খাবার সময় দাঁড়াইয়াছিলেন। যেদিন রাজেন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ শুভাগমন করেন, সেইদিন অপহাহ্নে সুরেন্দ্র তাঁহাকে লইয়া চীনাবাজারে তাঁহার ফোটোগ্রাফ লইয়াছিলেন। ঠাকুর দণ্ডায়মান সমাধিস্থ।

উৎসবের দিবসে মহেন্দ্র গোস্বামী ভাগবত পাঠ করিলেন।

১৮৮২ জানুয়ারি মাঘোৎসবের সময় সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হয়। জ্ঞান চৌধুরীর বাটীতে, দালানে ও উঠানে উপাসনা ও কীর্তন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানে নরেন্দ্রের গান ঠাকুর প্রথমে শুনেন ও তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

মধু সাপ্রে

১৯৫৭ *প্রাক্তন সিবিআই ডিরেক্টর অলোক ভার্মার জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট মডেল অভিনেত্রী মধু সাপ্রের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় অসীম বিশ্বাসের জন্মদিন।*

'সাংবিধানিক নৈতিকতা এবং তপশিলী-আদিবাসী রাজনীতির ভবিষ্যত'

শুভজিৎ মন্ডল

১৮তম সাধারণ নির্বাচনের মূল কেন্দ্রবিন্দুই ছিল সংবিধান, সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায় ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ইতিহাসে এর আগে কখনও তপশিলী ও আদিবাসীদের এতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়নি, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন আইএনডিআইএ ব্লকের তরফ থেকে সামাজিক ন্যায়কে তাদের নির্বাচনী এ্যাজেন্ডার অন্যতম অঙ্গ এবং কৌশল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, অপরদিকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ব্লক সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছিল। সাধারনত বিভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনাসভা, জনসমাবেশ এবং সাংবাদিক সম্মেলন এবং সাক্ষাৎকারে দুই পরস্পরবিরোধী জোটের মধ্যে সাংবিধানিক নৈতিকতা, সংবিধানের রক্ষা এবং সংরক্ষণের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া এক ধরনের বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছিল।

বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে নিজেদের দিকে তপশিলী - আদিবাসী ভোট আদায়ে নিজেদের মতো করে তৎপরতা দেখা যায়, তারা নিজেদের দলের সদস্যদের মধ্যেই তপশিলী -আদিবাসী সমাজের মুখ হিসাবে তুলে ধরার পাশাপাশি জোট শরিক হিসেবে তথাকথিত তপশিলী - আদিবাসী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের জোটসঙ্গী হিসেবে গড়ে তুলে ধরে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ যথাক্রমে লোক জন শক্তি পার্টি (এল জি পি), হিন্দুস্থানী আওয়াম মোর্চা (সেক্যুলার), রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া (আথওয়ালে), অল ঝাড়খন্ড সুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (এ জি এস এ) কে নিজেদের দিকে আনে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন আই এন ডি আই এ ব্লক তামিলনাড়ুর ভিদুথালাই চিরুথাইগাল কাটচি (ভি সি কে), ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা (জে এম এম) কে নিজেদের শিবিরে অন্তর্ভুক্ত করে।

বেশ কয়েক দশকে দেশজুড়ে আম্বেদকরবাদী চিন্তাচেতনার প্রসারের ফলে সংরক্ষণ এবং তপশিলী - আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তপশিলী জাতির (এস সি) সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৭৯ থেকে বৃদ্ধি করে ৮৪ এবং আদিবাসী (এস টি) আসনের সংখ্যা ৪১ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৭ করা হয়।

কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে তপশিলী জাতি ও আদিবাসীদের জন্য যে অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো সুরক্ষার জন্য দায়িত্ববান প্রতিনিধির অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারন আধুনিক ভারতের জনক তথা সংবিধান খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান বাবাসাহেব আম্বেদকর কর্তৃক সংবিধানে তপশিলী জাতি ও আদিবাসীদের জন্য যে অধিকার সুনিশ্চিত করেছেন তার উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো নেতৃত্বের অভাব বার বার দেখা গেছে, কারন স্বাধীনতার পর ভারতের অন্যতম তপশিলী জাতির প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের প্রাক্তন উপ - প্রধানমন্ত্রী বাবু জগজীবন রামের কথা বলা যায়, কিন্তু তার পরবর্তীতে প্রায় চার দশক পর মল্লিকার্জুন খাড়গে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বে আসতে পেরেছেন। অন্যদিকে বিজেপি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়নের মাধ্যমে তপশিলীদের মধ্যে একপ্রকার বার্তা দিয়েছেন এবং উত্তর পূর্ব ভারতের আদিবাসী নেতা পি এ সাংমার পর কোনো আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিকে দেশব্যাপী পরিচিতি দেওয়ার জন্য বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মুকে মনোনয়ন দেওয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় স্তরে একজন আদিবাসী মুখ তুলে ধরে নিজেদের বৈচিত্র্য রক্ষাকারী একমাত্র দল হিসেবে দাবি করে। কিন্তু বর্তমানে কোনো সর্বভারতীয় স্তরে তপশিলী জাতি বা দলিত মুখ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি।

অন্যদিকে ভারতের অনান্য জাতীয় এবং আঞ্চলিক দল যথাক্রমে সি পি আই এম সহ অন্যান্য বামপন্থী দল, আম আদমি পার্টি, তামিলনাড়ুর করুণানিধির ডি এমকে, জয়ললিতার এ ডি এম কে, ওড়িশার নবীন পট্টনায়েকের বিজু জনতা দল, বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল, নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড, কর্ণাটকের এইচ ডি দেবেগৌড়ার জনতা দল সেক্যুলার, অন্ধপ্রদেশের তেলেগু দেশম পার্টি, তেলেঙ্গানার ওয়াই এস আর কংগ্রেস এবং উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী দল তাদের নেতৃত্বে তপশিলী এবং আদিবাসী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেনি। অন্যদিকে রাজ্যে ২৪ শতাংশ তপশিলী জাতি এবং ৬ শতাংশ আদিবাসী জনসংখ্যা থাকার পরেও পশ্চিমবঙ্গেও পূর্বে কংগ্রেস এবং বাম সরকার এবং বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী দল বিজেপি কোনো প্রধান তপশিলী ও আদিবাসী মুখ তুলে ধরতে সমর্থ হয়নি।

অন্যদিকে স্বতন্ত্র তপশিলী এবং আদিবাসী রাজনৈতিক দলগুলো যথাক্রমে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি, তামিলনাড়ুর ভি সি কে, রামবিলাস পাশোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি, হেমন্ত সোরেনের ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, জিতান রাম মাঝির হাম, চন্দ্রশেখর আজাদের আজাদ সমাজ পার্টি (কাশীরাম) জনমানসে একধরনের আখ্যান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে. তাদের রাজনৈতিক দাবি মূলত সংবিধানিক প্রতিবিধান যথা, সংরক্ষণ, জাত- ভিত্তিক বৈষম্যের বিরোধিতা, সংবিধানের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ তপশিলে আদিবাসীদের জল, জমি, জঙ্গলের অধিকার, সর্বোপরি সংবিধান রক্ষার দাবিকে কেন্দ্রকরেই আবর্তিত।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় সংরক্ষিত আসনে বিজেপির ভোট অনেকাংশেই কমেছে। তপশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত ৮৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি মাত্র ৩০ টি আসনে জয়লাভ করেছে, যা আসন সংখ্যার নিরিখে গতবারের তুলনায় ১৬টি কম। এবং তপশিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ৪৭টি আসনের মধ্যে বিজেপি বিজেপির দখলে গিয়েছে ২৫ আসন, যা গতবারের তুলনায় ৭টি কম। অপরদিকে কংগ্রেস গতবারের তুলনায় ১৩টি আসনে বাড়িয়ে ১৯টি তপশিলী জাতি এবং ৮টি আসন বৃদ্ধি করে তপশিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ১২টি আসনে জয়লাভ করেছে। অর্থাৎ মোট ১৩১টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ৬৫ আসন জয়লাভ করেছে। যেখানে এন ডি এ জোটের অন্যতম জোটসঙ্গী লোক জনশক্তি পার্টি ৫ আসন, তেলেগু দেশম পার্টি ৩টি আসন, হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল ১টি করে আসন জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন আইএনডিআইএ জোট ৫৯ টি আসনে জয়লাভ করেছে। যেখানে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি ৭টি, তৃণমূল কংগ্রেস ৭টি, ডি এমকে ৩ টি, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা ৩ টি, ভি সি কে ২ টি এবং এন সি পি (শরদ পাওয়ার), সি পি এম, সি পি আই এম, আম আদমি পার্টি, শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) ১ করে আসন জয়লাভ করেছে।

অন্যদিকে কোনো জোটে না গিয়ে উভয় জোট থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে, স্বতন্ত্র যে সমস্ত দলগুলো নিজেদের দাবিদাওয়া গুলো তুলে ধরতে পেরেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল চন্দ্রশেখর আজাদ রাবণের 'আজাদ সমাজ পার্টি' (কাশীরাম), যা উত্তরপ্রদেশের নাগিনা থেকে ১টি আসন জয়লাভ করেছে, জগন মোহন রেড্ডির ওয়াই এস আর কংগ্রেস ২টি, রাজস্থানের ভারতীয় আদিবাসী পার্টি একটি, এবং বহুজন সমাজ পার্টি আসন না পেলেও ২ শতাংশ ভোট অর্জন করেছে।

এই নির্বাচনের অন্যতম কারন হিসাবে যেহেতু সংরক্ষণ, প্রতিনিধিত্ব এবং সংবিধান বাঁচানোর একটি লড়াই ছিল সেহেতু দলিত, আদিবাসীদের মধ্যে একধরনের ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, যদি বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় আসে তাহলে হয়তো তাদের সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হবে, এবং সংবিধানের সঙ্গে যেহেতু বাবা সাহেব আম্বেদকরের নাম অতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে, সেহেতু সেই সংবিধান পরিবর্তন তাদের অপমান, পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যে তপশিলী-আদিবাসী বিভিন্ন লোকাল ইস্যুগুলিও তপশিলী জাতি ও আদিবাসীদের ভোটদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেখা যায় ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় দপ্তর বন্টনের ক্ষেত্রে দলিত-আদিবাসী প্রতিনিধির সংখ্যা শতাংশের নিরিখে খুবই সামান্য, গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর গুলিতে দলিত এবং আদিবাসী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পূরণের চল ভারতে নেই। বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রীসভা গঠনেও এই বিষয়টি স্পষ্টত পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ মন্ত্রীসভায় তাদের মনোনয়নের বিষয়টি মূলত প্রতিকী।

নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয় মন্ত্রীসভায় মধ্যপ্রদেশের আটবারের সাংসদ বীরেন্দ্র কুমার, প্রাক্তন আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল, চিরাগ পাশোয়ান, জিতান রাম মাঝি, রামদাস আতওয়ালে, শান্তনু ঠাকুর সহ মোট ১০ জন তপশিলী জাতির প্রতিনিধি মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছেন, অন্যদিকে আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, বাজপেয়ী ক্যাবিনেটের সদস্য জুয়েল ওরাম সহ মোট ৫ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হল সারাদেশ জুড়ে কোনো প্রভাবশালী তপশিলী জাতি বা আদিবাসী নেতৃত্বের অভাব তাদের স্বতন্ত্র দাবিদাওয়া আদায়ের পথে অন্তরায়। এবং তথাকথিত মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলো শক্তিশালী প্রতিবাদী তপশিলী ও আদিবাসী মুখ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে এই সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণ সাধন অনেক ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বেসরকারিকরন এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফলে তপশিলী জাতি ও আদিবাসীদের জন্য সংবিধানে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তার পরিসর বহুলাংশে সংকুচিত হয়ে আসছে, সেক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যদিকে বিভিন্ন বনাঞ্চল এবং কয়লাখনি বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে বরাত দেওয়ার ফলে পরিবেশের ওপর যে কুপ্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে আদিবাসীদের জল, জঙ্গল এবং জমির অধিকার যা আদতে সমস্ত মানুষের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার — সেগুলো কিভাবে রক্ষা হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করছে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের তপশিলী জাতি এবং আদিবাসী সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকলাপের ওপর।

ভারতে রাজনৈতিক সংরক্ষণের অন্যতম প্রয়োজনীয়তা ছিল সামাজিক বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা, যার মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে থাকা সমাজ, যারা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়নি, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা,আর এই সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী রায় দলিত এবং আদিবাসীদের কৃতিত্ব হিসেবে দেখা যেতে পারে। এখন সমগ্র সম্প্রদায় নির্বাচিত তপশিলী জাতি এবং আদিবাসী প্রতিনিধিদের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তারা আশা করছে যে তাদের অধিকার এবং মর্যাদা সুরক্ষিত হবে এবং ডঃ আম্বেদকরের নীতির ওপর ভিত্তি করে ভারতের একটি জাতি (নেশন) হিসেবে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার ইতিবাচকতা পূর্ণ হবে। এটাই দেখার যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে নিজেদের সমাজের কথা তুলে ধরতে কতটা সক্ষম হয়?

লেখক: গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকবাক্স

তিস্তার জল বণ্টন, এক কূটনৈতিক জয়

সম্পাদক সমীপেষু,

পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে, শেখ হাসিনার সঙ্গে তিস্তার জল বণ্টন নিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হল শেষপর্যন্ত, বিষয়টি আমাদের দেশের পক্ষে কূটনৈতিক জয় বলেই মনে করি। সেই প্রধানমন্ত্রী মনোমোহন সিংহ র আমল থেকে ঝুলে ছিল ব্যাপারটা। ক্রমাগত বাগড়া দিয়ে চলেছিলেন এ রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার ভাবনা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু কোনও একটি বিন্দু থেকে তো বরফ গলানোর চেষ্টা আরম্ভ করতে হবে! ভারত সেখানে অগ্রণী ভূমিকা নেবে, সেটাই কি প্রতিবেশী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাজ নয়? শোনা যায়, বাংলাদেশের জলের সমস্যা দূর করতে চিন খুবই আগ্রহী। তিস্তায় তারা বাঁধ ও স্থায়ী জলাধার গড়ে দিতে চায়, নগরোন্নয়ন করতে চায় আশেপাশের এলাকায়। আওয়ামী লীগের একাংশও না কি চিনের সঙ্গে চুক্তিতে আগ্রহী। কিন্তু ঘরের পাশে, ঘাড়ের কাছে চিনের মতন বৃহৎ শক্তির উপস্থিতি কি ভালো?

উন্নয়নের নামে চিন যেখানেই নাক গলিয়েছে, সেই সব জায়গাতেই তারা ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়েছে। ঋণ দেবার ছলে বেঁধে ফেলেছে সুদের নাগপাশে। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর তারা নিয়েছে ভারতের ওপর নজরদারি বজায় রাখতে। মালদ্বীপে তাদের খবরদারি, সম্পর্ক খারাপ করেছে ভারতের সঙ্গে। বিতর্কিত পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর কথা এখানে আর তুলছি না, সড়কপথে পাকিস্তানকে জুড়ে দিতে ভারতের কোনও আপত্তি তারা শোনেনি। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানান দেশ ছুঁয়ে রেলপথে তারা সিঙ্গাপুরকে যুক্ত করতে চায়, বাণিজ্যের বাহানায়। মালয়েশিয়া মাথা নত করে স্বীকার করেছে, রক্ষে করো বাবা, সুদ গুণে ফতুর হতে পারবো না! ধনী দেশের এমন আগ্রাসী মনোভাব রুখে দেবার কী উপায়?

তিস্তার নিম্ন অববাহিকায় বাংলাদেশের অবস্থান, জলের বণ্টনে উদারতার বিনিময়ে আমরা তো শেখ হাসিনাকে মনে করিয়ে দিতেই পারি পদ্মার ইলিশের কথা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন আরও মুক্ত বাণিজ্য চেয়েছিলেন ইলিশ নিয়ে, তিনি বলেছিলেন, আগে তো জল দিন! সুস্বাদু ইলিশের মতন মিষ্টি জলের যোগান কমে এসেছে বিশ্বের নানান প্রান্তে। ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্তী হয়ে লাভ তো কিছুই নেই!

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়
মধ্যপাড়া, রহড়া, কলকাতা

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ঘাসফুল ফুটল বাগদায়, প্রায় ৩৪ হাজার ভোটে জয়ী মধুপর্ণা ঠাকুর

দাদার আশীর্বাদ থাকবে: শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: অপেক্ষার অবসান শেষমেষ। ঘাসফুল ফুটল বাগদায়। প্রায় ৩৪ হাজার ভোটে জয়ী মধুপর্ণা ঠাকুর। দাদার আর্শীবাদ থাকবে মধুপর্ণার জয় নিয়ে বললেন শান্তনু ঠাকুর। বাগদা উপনির্বাচনকে পাখির চোখ করে ময়দানে নেমেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। একসময় তৃণমূলের গড় হিসেবে পরিচিত বাগদা পুনরুদ্ধার করতে নেতা থেকে মন্ত্রী ময়দানে নেমেছিল সকলেই। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকরা সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে গেছিল তাদের অভাব অভিযোগ শুনতে। দীর্ঘ এক মাস ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা রাস্তায় থেকেছে মধুপর্ণা সমর্থনে জোর কদমে প্রচার চালিয়েছে। হারানো গড় পুনরুদ্ধার করতে কোনো খামতি রাখেনি তৃণমূল। শেষমেষ শেষ হাসি ফুটল তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মুখে। প্রায় ৩৪ হাজারেরও বেশি ভোটে জয় পেল তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্না ঠাকুর। লোকসভা নির্বাচনে কুড়ি হাজারেরও বেশি ভোটে বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে পিছিয়ে থেকে এক মাসের মধ্যেই উপনির্বাচনে এমন ব্যবধানে জয় পেল তৃণমূল। বনগাঁ লোকসভায় তৃণমূলের হাল ফেরাতে যে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে আগামীতে তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে কুড়ি হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে থেকেও কিভাবে এত ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হল তা নিয়েও তর্ক বিতর্ক রয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে যদিও অভিযোগ করা হচ্ছে সাধারণ মানুষ তাদের রায় দিতে পারেনি, সাধারণ মানুষকে তাদের রায় দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে এটা তৃণমূলের রায়। ভোট সন্ত্রাস, ভোট লুট করে জয় পেয়েছে তৃণমূল। যদিও রাজনৈতিক মহলের ধারণা লোকসভা ভোটে বিপুল ব্যবধান বিজেপিকে আত্মতুষ্টি দিয়েছিল বিধানসভা উপনির্বাচনে সেই আত্মতুষ্টি যেমন কাল হল তেমনি বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এই কেন্দ্রে বিজেপির ভরাডুবির জন্য দায়ী। দাদার আর্শীবাদ থাকবে মধুপর্ণার জয় নিয়ে বললেন শান্তনু ঠাকুর। ভোটে জেতার পর ঠাকুরবাড়ির দুই পরিবারের যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব মেটানোর চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছিলেন বাগদা বিধানসভার সদ্যজয়ী বিধায়ক তথা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর। মধুপর্ণা ঠাকুরের এই জয়কে স্বাগত জানালেন শান্তনু ঠাকুর। একই সঙ্গে বললেন ও শিক্ষিত মেয়ে ও বুঝবে। ওর জন্য অভিনন্দন থাকল। দাদার আশীর্বাদ ও থাকবে। কিন্তু যেটা ন্যায় সঙ্গত সেটা সঙ্গে থাকতে হবে। বাগদায় বিজেপির ভরাডুবি প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, বাই ইলেকশনের ফলাফল শাসক দলের পক্ষে থাকে। যদি এটা সাধারণ নির্বাচন হত তাহলে তৃণমূলের জেতা মুশকিল ছিল।

আরামবাগে সোনার চেন ছিনতাই চক্রের হদিস, পুলিশের জালে ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোনার হার ও বাইক ছিনতাইকারীদের গ্রেপ্তার করল আরামবাগ থানার পুলিশ। এই নিয়ে আরামবাগ এসডিপিও প্রভাত চক্রবর্তী শনিবার সকালে থানায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। সঙ্গে ছিলেন আইসি রাকেশ সিং সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। উল্লেখ্য, গত ২৫ জুন এক মহিলার সোনার চেন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল আরামবাগের বসন্তপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহিলার নাম রেবা চৌংদার, বাড়ি স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকায়। প্রত্যেক দিনের মতো রেবাদেবী এদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, বাড়ি ফেরার পথে তার গলায় থাকা একটি সোনার চেন ছিনতাই করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর রেবা দেবীর স্বামী এসএন চৌংদার আরামবাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনার তদন্তে নেমে আরামবাগ পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দ্রুততার সঙ্গে সিসিটিভি ফুটেজ যেখানে যেখানে ছিল সেগুলোকে স্ক্যানিং করা শুরু করে। এরপর তারা একটা সন্দেহজনক বাইকের সন্ধান পায়। পুলিশ সেই গাড়ির মালিকের খোঁজখবর শুরু করে। এরপর তদন্তে নেমে পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থেকে এবং প্রকৃত বাইক মালিকের কাছে গিয়ে পৌঁছয়, দেখা যায় প্রকৃত মালিক যিনি ছিলেন তিনি মারা গেছে, তার ছেলের কাছ থেকে এমনটাই জানতে পারে পুলিশ এবং তার ছেলে বলে বাইকটি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে দুর্গাপুরের একটা গ্যারেজে। এরপর দুর্গাপুরের সেই গ্যারেজে গিয়ে শেখ সিপাহী (আশরাফ মল্লিক) ওই গ্যারেজ থেকে টেস্ট ড্রাইভ করার নাম করে বাইকটিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ট্রেস করে শেখ সিপাহীকে গ্রেপ্তার করে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থেকে। সে স্বীকার করেছে বাইকটা সে দিয়েছে শেখ রাহুল ওরফে ওয়াসিম মল্লিককে। এরপর থেকেই রাহুলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না, গা ঢাকা দিয়েছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়গপুর থানা এলাকা থেকে শেখ রাহুলকে গ্রেপ্তার করে আরামবাগ থানায় নিয়ে আসে এবং সে স্বীকার করেছে চেনটা সেই ছিনতাই করেছিল। ধৃতরা আরামবাগ থানায় পুলিশি হেপাজতে রয়েছে। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কিনা সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সবমিলিয়ে সোনার চেন ছিনতাই চক্রের তদন্তে নেমে বড় সাফল্য আরামবাগ থানার।

পার্কিং ও হকার জোন এলাকা পরিদর্শনে জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট

বালুরঘাট শহরে পার্কিং ও হকার জোন তৈরির লক্ষ্যে এলাকা পরিদর্শনে জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার। শনিবার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত বালুরঘাট গার্লস স্কুল ও থানা মোড় এলাকায় পরিদর্শনে যান তাঁরা। জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা ও জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালের পাশাপাশি এই পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা ও বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র।

এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'বালুরঘাট শহরে সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে, তার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলা প্রশাসনিক স্তরে সম্প্রতি যে মিটিং হয়েছিল সেখানে সকলকে নিয়েই আমরা আলোচনায় বসে ছিলাম। বালুরঘাট শহরের ফুটপাত এখন প্রায় ফাঁকা রয়েছে। সাধারণ মানুষ যারা সাইকেল বা মোটরসাইকেল নিয়ে শহরে আসছেন, তারা যাতে নির্দিষ্ট পার্কিংজোনে সেগুলিকে রাখতে পারেন তার জন্য এই পরিদর্শন। পাশাপাশি কিছু কিছু জায়গা আমরা হকারদের জন্য হকার জোন হিসেবে চিহ্নিত করেছি।'

জয়ের পর বীণাপানি ঠাকুরের তালা বন্ধ ঘর দখল মুক্ত করলেন মমতা ঠাকুর ও মধুপর্ণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: ভোটে জয়ের পর মতুয়া ধর্মের বড় বীণাপানি ঠাকুরের তালা বন্ধ ঘর দখল মুক্ত করলেন মমতা ঠাকুর ও তার মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর। বাগদা উপনির্বাচনে জয় পেয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী মমতা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর। জয়ের পর বাড়ি ফিরে মতুয়া ধর্মের বড়মা বীণাপানি ঠাকুরের তালা বন্ধ ঘর পুনঃদখল নিল মমতা ঠাকুর ও মধুপর্ণা ঠাকুর। যদিও মমতা ঠাকুরের দাবি, আদালতের নির্দেশে তারা তাদের ঘর ফিরে পেয়েছেন। শনিবার মতুয়া ভক্তরা ঘরের তালা খুলে দিয়েছেন। এই জয় তাদের নৈতিক জয়। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত, গত এপ্রিল মাসের ৭ তারিখ বীণাপানি ঠাকুরের ঘর দখল নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। উত্তেজনা ছড়িয়েছিল ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে। বীণাপানি দেবীর ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর বাড়ির সদস্য তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের উপস্থিতিতে মতুয়া ভক্তদের একাংশ। পরবর্তীতে মমতা বালা ঠাকুরের পক্ষ থেকে আইনের দ্বারস্থ হয়। এবার আদালতের অনুমতি নিয়ে বড়মার ঘরের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলে মধুপর্ণা ঠাকুর সহ মতুয়া ভক্তরা। মমতা ঠাকুরের বড়মার ঘরে প্রবেশ প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, এটা আইন বিরুদ্ধ। হাইকোর্টে মামলা চলছে। যে বা যারা তালা ভেঙেছে তাদের বিরুদ্ধে আবারও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রায়গঞ্জ সীমান্তে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রায়গঞ্জ সেক্টরের অধীনে বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) চকগোপালের ১৩৭ তম ব্যাটালিয়নের সতর্ক বর্ডার গার্ডরা নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। ধৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম বাবলু বর্মণ (৫৬)।

তথ্য অনুযায়ী, বাবলু বর্মণ তার ই-রিকশা নিয়ে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করার সময় ধরা পড়েন। ই-রিকশাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি চালানোর পর, বিএসএফ দলটি ই-রিকশা থেকে ১০৩ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করে। তবে বাবলু বর্মণ ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করলেও বিএসএফের জওয়ানদের হাতে ধরা পড়েন। এর পর বিএসএফ জওয়ানরা উদ্ধারকৃত ফেনসিডিল ও ই-রিকশা বাজেয়াপ্ত করে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধৃত ভারতীয় নাগরিককে বাজেয়াপ্ত মালামালসহ হিলি থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ জওয়ানরা ।

সেপটিক ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসে তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা চোলাই মদ তৈরির কাঁচামাল বের করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যু হয়েছে ১৬ বছরের এক নাবালক সহ ৩ জনের। শনিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের চকরাধাবল্লভপুর গ্রামে। মৃতদের নাম সুজন সরেন (১৬), বদ্যিনাথ হেমব্রম (৫৫) ও বাপি বাস্কে (৪৫)। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে খবর, চকরাধাবল্লভপুরের বাসিন্দা রবি হেমরম দীর্ঘদিন ধরে তার বাড়িতে চোলাই মদের কারবার করতেন। এ জন্য মদ তৈরির কাঁচামাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাড়ির পেছনে সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে লুকিয়ে রাখতেন।

স্থানীয়রা বাসিন্দারা জানান, এ দিন সকালে ১৬ বছরের নাবালক সুজন সরেন চোলাই মদ তৈরির কাঁচামাল ও সরঞ্জাম বের করতে ওই সেপটিক ট্যাংকে নামলে বিষাক্ত গ্যাসে ট্যাংকের ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করতে ভেতরে নামেন প্রতিবেশী বদ্যিনাথ হেমব্রম ও বাপি বাস্কে। ট্যাংকের ভেতরে তারাও অসুস্থ হয়ে পড়েন।

স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় তিন জনকেই উদ্ধার করে ডেবরা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিছুক্ষণ পর চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডেবরা থানার আধিকারিকরা।

হরিশ্চন্দ্রপুরে ট্রেনের ধাক্কায় স্টেশনেই ঘণ্টাখানেক পড়ে থেকে মৃত বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিশ্চন্দ্রপুর: হরিশ্চন্দ্রপুর রেল স্টেশনে ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর জখম এক বৃদ্ধকে দীর্ঘক্ষণ প্লাটফর্মে ফেলে রাখল জিআরপিএফ। জল চাইতে চাইতেই প্ল্যাটফর্মে মারা গেলেন বৃদ্ধ। শনিবার সকালে এই অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন। মৃত বৃদ্ধের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তির ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে অসাবধানবশত রেলের চাকায় হাত এবং পা কাটা যায়। ওই আহত বৃদ্ধাকে দীর্ঘক্ষণ প্লাটফর্মে রোদের মধ্যে শুইয়ে রাখল রেল পুলিশ। হাসপাতালে পাঠানো তো দূর, ওই ব্যক্তি বারবার জল খেতে চাইলেও অমানবিক রেল পুলিশ জল পর্যন্ত খেতে দেয়নি। এমনকী যাত্রীরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেও তাদেরকেও লাঠি উঠিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। চিকিৎসার অভাবেই ওই বৃদ্ধ হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন এর প্ল্যাটফর্মে ছটফট করতে করতে মারা যান। খবর পেয়ে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদেরকেও রেল পুলিশের হুমকির মুখে পড়তে হয়। সাংবাদিকদের ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এমনকী কয়েকজন যাত্রী ওই আহত বৃদ্ধাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলে তার মুখে জল দিতে গেলে তাদেরকেও লাঠি উঁচিয়ে তাড়িয়ে দেয় রেলের পুলিশ। জল চাইতে চাইতে ওই বৃদ্ধ ছটফট করতে করতে মারা যান হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। এরপরে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্সে করে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আহত ব্যক্তিকে সময়মতো হাসপাতালে আনলে বাঁচানো সম্ভব হত।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

সারফেসি আইন অধীনে দাবি নোটিশের প্রকাশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে

নিম্নবর্ণিত ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ সহ নীচে উল্লিখিত হারে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। উক্ত আইন অধীনে ব্যাঙ্ক, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে ঋণগ্রহীতাদেরকে নীচে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়। তাদের কাছে স্পিড পোস্টে পাঠানো নোটিশটি অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এর একটি অনুলিপি রেকর্ড করা ঠিকানাগুলিতে লাগানো হয়। ঋণগ্রহীতাদের এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত সুদের সাথে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক, এখানে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে সুরক্ষা সুদ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকার/প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই। ''আমরা সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারার বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তির অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।''

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং/শাখা	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশ ০৪.০৩.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া গ) এনপিএ তারিখ	বন্ধকদত্ত প্রতিটি সম্পদের বিস্তারিত
১	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী দেবকান্তি চন্দ্র পিতা শ্রী সুনির্মল চন্দ্র, নোয়াপাড়া, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০১৫০, আরও ফ্ল্যাট তিনতলায় দক্ষিণ দিকে প্রেমিসেস নং ৮১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড, পো এবং থানা : কসবা, সাব রেজিস্ট্রি /এডিএসআর অফিস : শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০৪২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **অ্যাকাউন্ট নং :** ৭৩৪৬৪০২০৩৮ এবং ৭৪০১৭৪৭৮৫৪ **শাখা :** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক গড়িয়া	ক) ০৪.০৩.২০২৪ খ) ৬৯,৫৭,৪৪৫.০০ টাকা (উনসত্তর লাখ সাতান্ন হাজার চারশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) ০৫.০৩.২০২৪ থেকে সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত (বুক ব্যালান্স - ৬৬,৫৩, ৬৯৭.০০ টাকা + সুদ ৩, ০৩,৭৪৮.০০ টাকা) এনপিএ তারিখ ০৫.০১.২০২৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট তিনতলায় দক্ষিণ দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৩২ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা, মার্বেল মেঝে এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ আনুমানিক ১২০ বর্গফুট উক্ত জি-৩ তলা ভবনে লিফট সুবিধা সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ২০ বর্গ ফুট, পুর প্রেমিসেস নং ৮১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড, পো এবং থানা: কসবা, সবা রেজিস্ট্রি/ এডিএসআর অফিস -শিয়ালদহ, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯১ অধীন, কলকাতা : ৭০০০৪২ জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী দেবকান্তি চন্দ্র উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ১-১৩৭৩৬ তারিখ ২৫.১১.২০২২। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২২ ফুট আর কে চ্যাটার্জি রোড, **দক্ষিণে :** এম এ কর এর জমি প্রেমিসেস নং ৮১/এ/১এ, আর চ্যাটার্জি রোড; **পূর্বে :** রাজ কৃষ্ণ চ্যাটার্জি এবং আশালতা ব্যানার্জির ভবন প্রেমিসেস নং ৭৮/৪, আর কে চ্যাটার্জি রোড; **পশ্চিমে :** ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং অন্যান্য অধিকার সমন্বিত।
২	১. শ্রীমতি মঞ্জু টিবলেওয়াল স্বামী শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ টিবরেওয়াল, ঠিকানা : পি-৪৭৪,ব্লক কে, নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩। ২. শ্রী গৌরব টিবরেওয়াল পিতা শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ টিবরেওয়াল, ঠিকানা : পি-৪৭৪,ব্লক কে, নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩। ৩. শ্রীমতি স্বেতা টিবরেওয়াল স্বামী শ্রী গৌরব টিবরেওয়াল ঠিকানা : পি-৪৭৪,ব্লক কে, নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩। ৪. মেসার্স এনভিপি কমার্শিয়াল প্রা লি ডিরেক্টরর শ্রীমতি নির্মলা কুমারী বনসাল, স্বামী প্রয়াত বিজয় কুমার বনসাল, রেজি অফিস : ৭৭, চেতলা রোড, কলকাতা : ৭০০০১৯ এবং আরও ফ্ল্যাট নং ১৫, ৮ম তল, রাজীব অ্যাপার্টমেন্ট, ১৯ বি, ম্যান্ডেভিলে গার্ডেন, কলকাতা : ৭০০০১৯। **অ্যাকাউন্ট নং :** ৫০৩৩৪৮৫৭৭৬৯ **শাখা :** ধর্মতলা স্ট্রিট	ক) ৩০.০৩.২০২৪ খ) ৫৮,২৬,২১৬.০০ টাকা (আটান্ন লাখ ছাব্বিশ হাজার দুশো ষোলো টাকা) ৩১.০৩.২০২৪ থেকে সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত (বুক ব্যালান্স - ৪৭,৯২, ৭৬০.১০ টাকা + সুদ ১০,৩৩,৪৫৫.৯০ টাকা) এনপিএ তারিখ ২৯.১১.২০২২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে,কমপ্লেক্স নাম ৭৭ এস্টেটস, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৯০৮ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, ৩ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং, ১ সিটিং এবং ১ ব্যালকনি এবং এক কার পার্কিং স্পেস বেসমেন্ট/একতলা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির উক্ত প্রেমিসেসে অংশ ডেভেলপারস বন্টন অংশ অবস্থিত ৭৭ চেতলা পো : আলিপুর, থানা : চেতলা, কলকাতা : ৭০০০২৭, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের জায়গা সহ বাস্তু জমি ১৩ কাঠা ১০ ছটাক। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৭৪ চেতলা রোড, **দক্ষিণে :** ৭৮ চেতলা রোড, **পূর্বে :** আদি গঙ্গা, **পশ্চিমে :** চেতলা রোড।
৩	তনয় সাহা **(ঋণগ্রহীতা)**, বসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি জ'পুর, কলকাতা: ৭০০০৭৪। তন্ময় সাহা **(ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত হরিপদ সাহা, বসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি জ'পুর,কলকাতা: ৭০০০৭৪। শ্রী নিলয় সাহা, নং ৫২৬ এসএইচকেবি সরণি জপুর, কলকাতা : ৭০০০৭৪। শ্রীমতি তনিমা সাহা স্বামী তন্ময় সাহা, বসু নিকেতন, এফ২, ৫ম তল, ৬০/৭, এসএইচকেবি সরণি জ'পুর,কলকাতা: ৭০০০৭৪। **অ্যাকাউন্ট নং** ৬৪৪২২৯০৭৭১ **শাখা :** সল্ট লেক।	ক) ১৩.০৫.২০২৪ খ) ২২,২৬,৯৯৯.০০ টাকা (বাইশ লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো নিরানব্বই টাকা) ১৪.০৫.২০২৪ থেকে সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত (বুক ব্যালান্স - ১৯,৯১, ৩৪৪.৪৪ টাকা + সুদ ২, ৩৫,৬৫৪.৫৬ টাকা) এনপিএ তারিখ ৩০.১২.২০২৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এফ-২, পঞ্চম তল, (দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর দিকে) পরিমাণ ৭৭৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কালিদহ, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জমিদারি খতিয়ান নং ২৪৩,প্রজা খতিয়ান নং ২৭০, এসএইচকেবি সরণি (পূর্বতন ১/১এ/২২ জপুর রোড, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন থানা : দমদম, এডিএসআরও : কাশীপুর দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** দিলীপ বসু এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; **পূর্বে :** ১৮ ফুট চওড়া সড়ক, **পশ্চিমে :** বাণী কুমার বোস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।

***এই নোটিশটি সিকিউরড ক্রেডিটরের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই - যার মধ্যে বর্তমানে DRT/DRAT/Court -এর DRT/RO সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার সহ প্রাপ্ত করা।

তারিখ : ১৪.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা **স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

চন্দ্রবোড়া সাপের ১৪ টি বাচ্চা ও ডিম উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: সামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতায় একটি বাড়ি থেকে বিশাল আকৃতির একটি চন্দ্রবোড়া সাপ উদ্ধার হয়েছে। ঘরটি তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়ে ১৪টি সাপের বাচ্চা ও ৬টি সাপের ডিম উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার রাতের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নিমতিতা সহ আশপাশের গ্রামে। ঘটনাটি নিমতিতায় আনন্দ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়ির। উদ্ধার হওয়া সাপ ও সাপের বাচ্চাগুলি বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রবোড়া সাপটি ওই ঘরেই ডিম পেড়েছিল বলেই জানিয়েছেন এক সর্প বিশারদ। সঠিক সময়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে শুরু করেছিল। এবার সাপের উপদ্রব চরম বেড়েছে। বিশেষ করে কেউটে আর চন্দ্রবোড়ার আতঙ্কে চাষিরা মাঠে নামতে পারছেন না। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত দু'মাসে মুর্শিদাবাদ গড়ে দৈনিক একজনের সাপে কেটে মৃত্যু হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চন্দ্রবোড়ার ছোবল লক্ষ্য করা গিয়েছে। অথচ মেডিক্যাল কলেজ সহ মহকুমা ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টি ভেনাম সিরাম মজুত রয়েছে। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানালেন, চন্দ্রবোড়া সাপে ছোবল মারলে কাটা জায়গার উপরে টাইট করে বেঁধে দেড় ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু না হলে মৃত্যু অবধারিত। সর্প বিশারদদের বক্তব্য, চন্দ্রবোড়া সাপ সব থেকে বেশি সংখ্যায় বাচ্চা দিতে পারে। কেউটে, হুতুমপেঁচা, বাজপাখির পচ্ছন্দের খাদ্য চন্দ্রবোড়ার বাচ্চা। কিন্তু হুতুমপেঁচা, বাজপাখির সংখ্যা কমে যাওয়ায় চন্দ্রবোড়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যে জেলার বহু জায়গা থেকে সাপ উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। বহু সাপ মেরেও ফেলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার রাতে নিমতিতার ওই বাড়িতে একটি সাপের বাচ্চা দেখতে পাওয়া যায়। এরপরই ঘরে পর পর একাধিক সাপের বাচ্চা ঘোরাফেরা করতে দেখেই আতঙ্ক ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় সাপ ধরায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী। তিনি এসে ঘর থেকে ১৪ টি সাপের বাচ্চা ও ৬টি সাপের ডিম উদ্ধার করেন। ওই ব্যক্তির অনুমান ঘরেই রয়েছে মা সাপ রয়েছে, তল্লাশি শুরু করে অবশেষে উদ্ধার করা হয় মা সাপটিও। এতগুলো সাপ উদ্ধরের পর ওই বাড়িতে আতঙ্ক জাঁকিয়ে বসে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে ও আশপাশের গ্রামগুলিতে।

জমি দখলের অভিযোগ অণ্ডালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডাল উখড়া রোডের দক্ষিণখণ্ড গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে কয়েক একর কৃষি জমি। সেখানে আছে ইসিএলের পরিত্যক্ত মধুজোড় কোলিয়ারির ও বেশ কিছু জমি।

ইসিএল সূত্রে খবর, পরিত্যক্ত মধুজোড় কোলিয়ারিটি বেসরকারি উদ্যোগে ফের চালু হবে। কয়েকদিন আগে সেই জমির মাঝে তৈরি হয়েছে জমি মাফিয়াদের একটি অস্থায়ী কার্যালয় বলে অভিযোগ জমির মালিকদের একাংশের। গ্রামবাসী ও জমির মালিকদের আশঙ্কা, জমি দখলের উদ্দেশ্যেই মাফিয়ারা ওই কার্যালয়টি তৈরি করেছে। খবর পেয়ে শনিবার কার্যালয়ের সামনে মিছিল করে বিক্ষোভ দেখান জমির মালিকদের সংগঠন কৃষি জমি জীবন - জীবিকা রক্ষা কমিটির সদস্যরা।

সংগঠনের পক্ষে উজ্জ্বল পাল, তপন মুখোপাধ্যায়রা দাবি করেন, ১৯৯২ থেকে ৯৪ সালের মধ্যে মধুজোর কোলিয়ারির জন্য ইসিএল মালিকদের কাছ থেকে ৩০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। তৎকালীন আইন অনুযায়ী এক একর জমিতে একজনের চাকরি পাওয়ার কথা। সেই চাকরি এখনও পাননি জমির মালিকরা। সম্প্রতি কোলিয়ারিটি বেসরকারি উদ্যোগে ফের চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থা। সেজন্য সংস্থার আরও জমির প্রয়োজন।

সূত্রের খবর, দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থাটিকে মালিকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এখনও জমির মালিকদের সঙ্গে কোনও কথা বলেনি বলে জানান বিক্ষোভকারী জমিদাতারা। এই অবস্থায় জমির মাঝেই গড়ে উঠেছে সিন্ডিকেটের অফিস। জোর করে অথবা অসৎ উপায়ে জমি দখল করতেই সিন্ডিকেট তৎপর হয়েছে বলে জানান তাঁরা। মালিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেই সংস্থাকে জমি নিতে হবে, সিন্ডিকেট বা কোনও দালাল চক্রকে কোনও ভাবেই জমি দেওয়া চলবে না এই দাবিতেই এদিনের বিক্ষোভ বলে জানান জমির মালিকরা।

এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন আচমকা সিন্ডিকেটের অস্থায়ী অফিসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় অস্থায়ী কাঠামোটি। কে বা কারা আগুন লাগাল তা জানা যায়নি। বিক্ষোভকারীরা আগুন লাগানোর ঘটনার কথা অস্বীকার করেন। বিক্ষোভ ও আগুন লাগার ঘটনা ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে উত্তেজনা।

ছেলেধরা সন্দেহে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ, আক্রান্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল উত্তর থানার ভানোড়া ব্লু ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকায় ছেলেধরা সন্দেহে মধ্যরাতে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে। ঘটনার জেরে পুলিশের একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে ইতস্তত ঘুরতে দেখা যায় অজ্ঞাত দুই যুবক ও এক যুবতীকে। তাঁদের দেখেই ছেলেধরা সন্দেহে উত্তেজনা ছড়ায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছেলেধরা সন্দেহে গুজব ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও, দেরিতে এসেছে পুলিশ। ছেলেধরা এসেছে এই অভিযোগ তুলে পুলিশের ওপর হামলা চালায় গ্রামবাসীরা। এদিকে যাদের ওপর সন্দেহ তাঁদেরও কোনও খোঁজ মেলেনি। উত্তেজিত জনতা পুলিশের পাঁচটি গাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। ইটের আঘাতে আহত হন এক সিভিক ভলেন্টিয়ার ও কয়েকজন পুলিশকর্মী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স পৌঁছয়। কিন্তু ওই যুবক ও যুবতীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্থানীয় কাউন্সিলর উৎপল সিনহা গ্রামবাসীদের পক্ষ নিয়ে জানান, গুজবের পাল্লায় পড়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সমস্যা মিটে যাবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার জেরে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

ডানকুনির নিখোঁজ দুই ছাত্রীর খোঁজ না মেলায় চিন্তায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: টিউশন পড়তে বেরিয়ে আর ফেরেনি দুই কিশোরী। চিন্তায় ঘুম উড়েছে পরিবারের। দুই কিশোরী ডানকুনি শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। গত চারদিন ধরে তারা নিখোঁজ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার স্কুল থেকে ফেরার পর সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ টিউশন পড়তে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয় তারা। তারপর থেকে চারদিন কেটে গেলেও কোনও খোঁজ মেলেনি তাদের। নিখোঁজ হওয়ার দিনই ডানকুনি থানায় অভিযোগ জানায় দুই ছাত্রীর পরিবার। ঘটনায় তিনজন টোটো চালককে আটক করেছে পুলিশ। নিখোঁজ হওয়ার দিন ওই তিন টোটোচালকের সঙ্গেই তাদের শেষ দেখা গিয়েছিল বলে দাবি নিখোঁজ ছাত্রীর পরিবারের।

এক নিখোঁজ ছাত্রীর মা জানিয়েছেন, টিউশন পড়তে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়েছিল মেয়ে। দেরি হওয়ায় শিক্ষকের বাড়িতে ফোন করা হয়। জানা যায়, সেখানে যায়নি ওই দুই ছাত্রী। এরপর খোঁজ করে তিন যুবকের কথা জানা যায়, যাদের সঙ্গে শেষ দেখা গিয়েছিল ওই ছাত্রীদের। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডানকুনি থানার পুলিশ। কিছুদিন আগেই মগরার একটি স্কুলে একসঙ্গে পাঁচ ছাত্রী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল এলাকায়। তবে নিখোঁজ পরের দিনই বর্ধমান থেকে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ। তবে চার দিন পার হয়ে গেলেও ডানকুনির নিখোঁজ হওয়া দুই ছাত্রীর খোঁজ না মেলায় ঘনীভূত হচ্ছে আশঙ্কার মেঘ। ডানকুনি থানার পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সন্ধান চালানো হচ্ছে নিখোঁজ ছাত্রীদের। ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জবর দখলকারী উচ্ছেদ শুরু পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী রেল স্টেশন চত্বরে থাকা জবর দখলকারী ব্যবসাদার ও বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করার কাজ শুরু করল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। শনিবার সকালে পূর্বস্থলী রেল স্টেশন চত্বরে জবর দখলকারী ব্যবসাদার ও বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করার কাজ শুরু হয়। কাটোয়া রেল পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পূর্বস্থলি রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বুলডোজার দিয়ে এলাকা পরিষ্কার শুরু হয়।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে জবর দখলকারীদের রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে উচ্ছেদের আগে নোটিশ দেওয়া হয়, যাতে তারা তাদের ব্যবসার সামগ্রী অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই মতো ব্যবসাদাররা তাদের ব্যবসার সামগ্রী অন্যত্র জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেলেও, বেশ কিছু জবরদখল জায়গায় বুলডোজার চালিয়ে পরিষ্কার করার কাজ করা হয়। তবে এদিন কাজ চলাকালীন কোনও রকম বাধার সৃষ্টি হয়নি বলেই জানিয়েছেন রেলের আধিকারিকরা।

জলে ডুবে যুবকের মৃত্যু, তপ্ত জয়পুর, ভাঙচুর একাধিক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাড়ি থেকে সকাল থেকে বের হয়েছিলেন বছর ত্রিশের যুবক বাচ্চু মণ্ডল। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেননি, অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর পরিবারের লোকজন, লোক মারফত জানতে পারেন মুচিপাড়া এলাকার একটি পুকুরে পড়ে যেতে দেখেন কিছু মানুষ। সেই মতোই খবর দেওয়া হয় স্থানীয় হেতিয়া ফাঁড়ির পুলিশকে, সেই সূত্র ধরে পুকুরে মাছ ধরার জাল নামিয়ে ওই যুবকের দেহটি উদ্ধার করে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। জানা যায়, স্থানীয় মুচিপাড়া এলাকায়, দিনের পর দিন ধরে চোলাই মদ বিক্রয় করছে কিছু অসাধু ব্যক্তি। আর ওইখানেই প্রচুর মানুষ মদ খেতে আসেন। আর এই যুবক মদ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথেই পুকুরের জলে পড়ে যান। এমনটাই দেখেন গ্রামের কিছু মানুষ। গ্রামের মানুষ দেখলেও কেউ কোনও উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেনি। তা হলে হয়তো ওই যুবকের প্রাণ বাঁচানো যেত। আর যার জেরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এলাকার মানুষ, ভাঙচুর করা হয় একাধিক বাড়ি। তবে ঘটনাস্থল থেকে ওই যুবকের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় জয়পুর থানা পুলিশ।

তৃণমূলের কার্যালয় পোড়ানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাতের অন্ধকারে শাসক তৃণমূলের 'অস্থায়ী' কার্যালয় পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। গঙ্গাজলঘাটির কাপিষ্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের নবগ্রামের ঘটনা।

তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, বেশ কিছু দিন ধরে নবগ্রামে একটি 'অস্থায়ী' কার্যালয় থেকে দলের কাজকর্ম পরিচালনা করা হত। শুক্রবার রাতে ওই কার্যালয় কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতা প্রভাষ মহন্তের দাবি, বিজেপি ও সিপিআইএম 'চক্রান্ত' করে এই কাজ করেছে। এমনিতেই নবগ্রাম সহ কাপিষ্ঠা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সব সময় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে, এখন এখানে এভাবে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। এবিষয়ে তাঁরা দলীয় ভাবে বিষয়টি জানিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান।

বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি রাজীব তেওয়ারি এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের দল কোনও ভাবেই যুক্ত নয় দাবি করে বলেন, যা হয়েছে তা 'তোলামূলে'র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই হয়েছে। এলাকা দখল, কাটমানির ভাগ বাটোয়ারা নিয়েই ওই দল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত। প্রশাসন ওঁদের হাতে, সঠিক তদন্ত হলেই ওই ঘটনায় কে বা কারা যুক্ত তা পরিষ্কার হয়ে যাবে বলেও তিনি দাবি করেন।

বাজার পরিদর্শন পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই ঊর্ধ্বমুখী বাজার দর। এই মুহূর্তে বাজারে জিনিসপত্রের দাম একেবারেই আকাশছোঁয়া। কাঁচা সবজিতে হাত ঠেকাতে পারছেন না মধ্যবিত্তরা। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে নজরদারি করার জন্য সরকারি আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরই রাজ্যের জেলাগুলির বিভিন্ন বাজারে গিয়ে পরিদর্শন শুরু করেছেন আধিকারিকরা। মাছ-মাংসের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আলু-পেঁয়াজ আর কাঁচা সবজির দাম। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পলেমপুর সবজি বাজার পরিদর্শন করেন পুলিশের একটি দল। এদিন বাজারে এসে পুরো বাজার ঘুরে তারা জানিয়েছেন, এদিন সবজি থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীর বাজার দর পূর্বের তুলনায় কিছুটা হলেও কম রয়েছে। সেই দাম আরও কী ভাবে কমানো যায় সেদিকেই লক্ষ্য রাখছেন তাঁরা।

লোকসভা নির্বাচনে দলের কিছু লোকের গদ্দারির দাবি, কড়া বার্তা ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আগামী একুশে জুলাই ধর্মতলায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ সভা। তারই প্রস্তুতি বৈঠক ছিল জয়পুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৌশিক বটব্যালের নেতৃত্বে। জয়পুর ব্লক থেকে রেকর্ড সংখ্যক লোক নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্লক সভাপতির। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পাঁচ হাজারের অধিক ভোটে হেরেছে বিজেপির কাছে। এই হার নিয়ে এতদিন স্থানীয় কোনও তৃণমূল নেতা মুখ না খুললেও, এবার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়পুর ব্লক সভাপতি দলের কিছু 'গদ্দার'দের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হার নিয়ে তিনি দাবি করেন, দলের যখন কঠিন পরিস্থিতি হয়, তখন দলের সঙ্গে থেকে কিছু কিছু লোক গদ্দারি করে, বেইমানি করে। যারা দলকে হারিয়ে দলের সঙ্গে বেইমানি করে যারা আজকে নেতা সাজার চেষ্টা করছে, সে গুড়ে বালি নেতা হওয়ার কোনও জায়গা নেই।

চলমান কক্ষ ও বর্ধমান লোকো পাইলট সহ অত্যাধুনিক সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রেল চালকদের জন্য নতুন পরিকাঠামো সহ লোকো পাইলটদের জন্য সুব্যবস্থা চালু হল বর্ধমান স্টেশনে। চলমান কক্ষ ও বর্ধমান লোকো পাইলট সহকারে লোকো পাইলট রক্ষীদের জন্য অত্যাধুনিক সুবিধা চালু করা হল বর্ধমান স্টেশনে।

রেল চালকদের জন্য সর্বোত্তম সুবিধা ও আরাম প্রদানের জন্য নতুন রানিং রুম চালু হল। যেখানে রয়েছে ৩৪টি কক্ষ ৭৮ টি শয্যা এবং ২ টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সহ আরও অত্যাধুনিক জিনিসপত্র। রানিং স্টাফদের পরিবেশন করার জন্য মোট ২৭ জন কর্মী মঞ্জুর করা হয়েছে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে। ড্রাইভারদের থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুম, খাওয়া-দাওয়া, শরীর চর্চা, নানান রকম মেশিনপত্র, মহিলাদের আলাদা এবং পুরুষদের আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব রেলওয়ের পক্ষ থেকে মোট ২৬টি জায়গায় করা হয়েছে, তার মধ্যে বর্ধমান জংশনে একটি। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিআরএম এবং সিপিআরও কৌশিক মিত্র সহ রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মহামায়া মাতৃসদনে অত্যাধুনিক মডিউলার অপারেশন থিয়েটার উদ্বোধন কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার পরিচালনায় মহামায়া শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার লক্ষ্যে আরও একটি নতুন বিভাগ সংযোজিত হল, যেটা হল মডিউলার অপারেশন থিয়েটার। ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন এলাকার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্বে সিটি স্ক্যান আইসিইউ ইউনিট ডায়ালিসিস ইউনিট এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনের পাশাপাশি এই নতুন বিভাগটি উত্তরপাড়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলের চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'উত্তরপাড়া পুরসভা পরিচালিত এই মহামায়া মাতৃসদনে অত্যাধুনিক মডিউলার অপারেশন থিয়েটার তৈরি করা হল। আমার সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের ৪২ লক্ষ টাকার অনুদানে এটা তৈরি করা হয়েছে। এর আগে অনেক কিছুই আধুনিক যন্ত্রপাতি বসেছে এই অপারেশন থিয়েটার শুধু উত্তরপাড়া কেন, অনেক দূর দূরান্তের মানুষের উপকারে লাগবে। এখানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পাওয়া যায় যা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব অনেক কাজ করেছেন। ডাক্তারবাবুদের বলব আপনারা এখানে চিকিৎসা শিবির করুন বিনা ব্যয়ে। ডাক্তারবাবুদের বলব আপনারা মহামায়াতে আসুন। এই মাতৃসদনে আমি মনে করি আমার মাথার ওপর দিদি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন আর মাটিতে আছেন আপনারা সবাই। আপনাদের আশীর্বাদ পেলে আর দিদি তো আছেই আমি আর কিছু চাই না আমি কাজ করে যাব আপনাদের আশীর্বাদ পেয়ে এখানে এসেছি।' এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ও কাউন্সিলররা এবং চিকিৎসকরা।

তারকেশ্বর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বস্তি উচ্ছেদ রেলের, চলে বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: শনিবার তারকেশ্বর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বস্তি উচ্ছেদে নামে রেল। শনিবার সাত সকালে বস্তি উচ্ছেদে রেলের তরফ থেকে চালানো হল বুলডোজার। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, তার জন্য মোতায়েন করা হয় বিরাট পুলিশবাহিনী।

তারকেশ্বর রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। তার জন্য ঢেলে সাজানো হচ্ছে স্টেশন চত্বর। সেই প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। রেল স্টেশন সংলগ্ন রেলের জায়গায় এতদিন যে দখল ছিল, এবার তাও উচ্ছেদ করছে রেল। সূত্রের খবর, রেল আগেই বাসিন্দাদের নোটিস দিয়েছিল। রেল সূত্রে খবর, রেল যে সরে যাওয়ার সময়সীমা দিয়েছিল, তা ১২ জুলাই পর্যন্ত। এরপরই ১৩ তারিখ দখলমুক্ত করার কাজ শুরু হয়। তবে এই বর্ষায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে দিশাহারা বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, নোটিস দেওয়া হলেও বর্ষা কেটে যাওয়া পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন। রেল তাতে মান্যতা দেয়নি।

একইসঙ্গে বস্তির বাসিন্দাদের দাবি, রেলের জায়গায় অনেকে পাকা বাড়ি করে ফেলেছে। রেল সরাচ্ছে না। অথচ তাঁদের সরিয়ে দিচ্ছে। অনেকে রেলের জায়গা দখল করে ব্যবসা করছেন, তাঁরাও ছাড় পাচ্ছেন বলে দাবি বস্তিবাসীর। যদিও রেলের তরফে জানানো হয়েছে, নোটিস জারি করার নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরই এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামিদিনে রেলের জায়গায় সমস্ত দখলই উচ্ছেদ করা হবে।

Ekdin_Page_7_14072024_Layout 1 7/13/2024 10:25 PM Page 1

ভুল মনে করিয়ে বিজেপিকে সতর্ক করলেন গড়করি

পানাজি, ১৩ জুলাই: ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে এনডিএ-র 'চারশো পারে'র স্বপ্ন। বহু আসন খুইয়ে ২৪০-এ শেষ করেছে বিজেপি। ফলে সরকার গড়তে নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুর সহায়তা নিতে হয়েছে মোদিকে। এই পরিস্থিতিতে দলকে সতর্ক করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করি। দলের বর্ষীয়ান নেতা এল কে আডবাণীর মন্তব্য স্মরণ করিয়ে গড়করি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'বিজেপি একটা আলাদা ধরনের দল।' সেই সঙ্গে তিনি বলছেন, 'যদি আমরা কংগ্রেস যা করেছিল সেটাই করে যাই, তাহলে ওদের প্রস্থান ও আমাদের আগমনের কী অর্থ হয়?'

গোয়ায় শীর্ষ বিজেপি নেতৃত্বের এক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন গড়করি। সেখানেই তাঁকে এমন মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'আডবাণীজি বলতেন, বিজেপি আলাদা ধরনের একটা দল। আমাদের বুঝতে হবে বাকি দলগুলির থেকে আমরা কোথায় আলাদা। যদি আমরা একই ভুল করি, তাহলে কংগ্রেসের প্রস্থান আর আমাদের আগমনের কী অর্থ হয়? আর সেই কারণেই আগামিদিনে পার্টির ক্যাডারদের বুঝে নিতে হবে রাজনীতি একটা 'টুল' যার সাহায্যে সামাজিক ও আর্থিক সংশোধন করা সম্ভব।' দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার ডাকও দিয়েছেন গড়করি।

সেই সঙ্গে জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করারও বিরোধিতা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'জো করেগা জাত কি বাত, উসকো পড়েগি কসকে লাথ।' অর্থাৎ জাতপাত নিয়ে বিজেপির কেউ রাজনীতি করতে চাইলে তিনি প্রতিবাদ করবেন। এমনই বার্তা দিয়ে রাখলেন গড়করি।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের পর ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও ইন্ডিয়া জোট সাফল্য পেয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে গেরুয়া শিবিরে আতঙ্কের সঞ্চার হবে। এই ফলাফল বুঝিয়ে দিচ্ছে, গড়করির দল নিয়ে আশঙ্কা অমূলক নয়।

'শহিদ দিবসে' গৃহবন্দি করার অভিযোগ মেহবুবা ও ওমরের

শ্রীনগর, ১৩ জুলাই: জম্মু ও কাশ্মীরের 'শহিদ দিবসে' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিকে গৃহবন্দি করার অভিযোগ উঠল। মেহবুবা শনিবার এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে এই অভিযোগ করেছেন। আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার অভিযোগ, শহিদদের সমাধিস্থল মাজাই-ই-শুহাদায় যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

মেহবুবা এক্স হ্যান্ডলে তাঁর বাড়ির বন্ধ গেটের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'মাজার-ই-শুহাদা পরিদর্শন আটকানোর উদ্দেশ্যে আমার বাড়ির গেটগুলি আবার তালাবন্ধ করা হয়েছে। কর্তৃত্ববাদ, নিপীড়ন এবং অবিচারের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের প্রতিরোধের একটি স্থায়ী প্রতীক ওই স্থান। আমাদের শহিদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, কাশ্মীরিদের চেতনাকে চূর্ণ করা যাবে না।' ব্রিটিশ শাসনের সময় জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজার বাহিনীর হাতে ১৯৩১ সালে যে ২২ জন কাশ্মীরি বিদ্রোহীর প্রাণ গিয়েছিল, তাঁদের স্মরণে ১৩ জুলাই দীর্ঘ দিন ধরে 'শহিদ দিবস' পালিত হত। কিন্তু ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট নরেন্দ্র মোদি সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা দানকারী ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিল করার পরে সেই প্রথা জোর করে বন্ধ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

মহারাষ্ট্রে আরও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

মুম্বই, ১৩ জুলাই: গত কয়েক দিন ধরে ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন মুম্বইয়ের বেশির ভাগ অংশ। কিন্তু বৃষ্টির হাত থেকে এখন কোনও নিস্তার নেই তা জানিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বরং বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই চিন্তা বেড়েছে মুম্বইবাসীর। এমনিতেই বেশির ভাগ এলাকায় জল নামেনি, তার মধ্যে আবার ভারী বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় ত্রস্ত তাঁরা।

মুম্বই এবং থানে; এই দুই জেলায় শনিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কায় সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৪ মিটার পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মুম্বই এবং থানে ছাড়াও বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে পালঘর, রায়গড়, রত্নগিরি, সিন্ধুদুর্গ জেলা এবং কোঙ্কন অঞ্চলেও।

শুক্রবার কোলাবায় বৃষ্টি হয়েছে ৮৬ মিলিমিটার। মাত্র তিন ঘণ্টায় ১১৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সান্তাক্রুজে। শনিবারেও মুম্বই এবং থানেতে ঘণ্টায় ১৫ মিলিমিটার বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল মৌসম ভবন। অন্ধেরী সাবওয়ে জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সাময়িক ভাবে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এস ভি রোড দিয়ে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টির জেরে প্রভাব পড়েছে রেল পরিষেবাতেও। মুম্বই থেকে দূরপাল্লার বেশ কিছু ট্রেন দেরিতে চলছে। কিছু ট্রেনের আবার সময় বদলানো হয়েছে।

শনিবার ভোর সাড়ে ৫টা থেকে সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত অন্ধেরী এবং ভিলে পার্লেতে বৃষ্টি হয়েছে ৭১ মিলিমিটার, ওয়াডালায় ৬৯, মাটুঙ্গায় ৬৮, সান্তাক্রুজে ৬৩, চেম্বুরে ৬২, ভারসোভায় ৬২, ঘাটকোপারে ৫৪, দাদরে ৫২, ওরলিতে ৪৯, কুর্লায় ৪৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

ঠান্ডা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ইউরোপের মাটিতে, হুঁশিয়ারি পুতিনের

ওয়াশিংটন, ১৩ জুলাই: ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সংঘাত বেড়েছে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে। এর মাঝে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করেছে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হওয়া ন্যাটো সম্মেলন। যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে, জার্মানির মাটিতে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করতে চলেছে আমেরিকা। ফলে সব মিলিয়ে ফের ঘনাচ্ছে যুদ্ধের মেঘ! এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রে বেলোসভের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, পেন্টাগনের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সাবরিনা সিং জানান, আন্দ্রে বেলোসভের সঙ্গে বৈঠকে লয়েড অস্টিন আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনার পথ খোলা রাখার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। যা ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে খুবই জরুরি। সাবরিনা আরও জানান, মস্কোর তরফ থেকেই উদ্যোগ নিয়ে ফোনটি করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, ন্যাটোর সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দেখা করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। চলমান যুদ্ধের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে।

উল্লেখ্য, ৯ থেকে ১১ জুলাই ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাটোর ৭৫ বছর পূর্তিতে মহাসম্মেলনের আসর বসেছিল। যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতারা। এই জোটের সদস্য দেশগুলো প্রত্যেকেই ইউক্রেনকে সমর্থন জানিয়েছে। নতুন করে কিয়েভের জন্য সামরিক সাহায্যও ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার ন্যাটোর বৈঠকে আমেরিকা ও জার্মানির তরফে যৌথ এক বিবৃতিতে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এর পরই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের হুঁশিয়ারি দেন, নতুন করে ঠান্ডা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ইউরোপের মাটিতে। এহেন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার আন্দ্রে ও অস্টিনের মধ্যে ফোনে কথা হয়। বিশ্লেষকদের মতে, সংঘাত এড়াতে আলোচনার পথ খোলা রাখতে চাইছে দুদেশ। কারণ একদিকে, ইউক্রেন যুদ্ধ ও অন্যদিকে, গাজা যুদ্ধ। এবার যদি আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো দুই শক্তিধর দেশ যদি রণক্ষেত্রে নামে তাহলে বিশ্বের পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হবে। আর দু'বছর ধরে কিয়েভের সঙ্গে লড়াই করার ফলে ভাঁড়ারে টান পড়েছে মস্কোরও। ফলে নতুন করে কোনও সংঘাতে জড়াতে চায় না ক্রেমলিন।

ইমরানের দল পিটিআই ফিরে পেল স্বীকৃতি, অশান্তি বিভিন্ন এলাকায়

ইসলামাবাদ, ১৩ জুলাই: প্রায় দু'দশক পরে আবার শাসক বনাম সুপ্রিম কোর্ট সংঘাতের আবহ পাকিস্তানে। শুক্রবার সে দেশের শীর্ষ আদালত কার্যত নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত খারিজ করে জানিয়েছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলগতভাবেই পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ২৩টি সংরক্ষিত আসন পাওয়ার যোগ্য।

এই মামলায় নির্বাচন কমিশনে যুক্তি ছিল, আনুপাতিক ভোটের হার অনুযায়ী শুধুমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিরই মহিলা এবং সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত ৭০টি আসন প্রাপ্য। পিটিআইয়ের স্বীকৃতি বাতিল হওয়ায় তারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেতে পারে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ১৩ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সরাসরি সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

পাক শীর্ষ আদালতের শুক্রবারের ওই রায়ের পরেই প্রতিবাদে বিক্ষোভে নেমেছে শাসক পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএলএন) এবং পাকইস্টার্ন পিপল্স পার্টি (পিপিপি)-র নেতা-কর্মীরা। যায় জেরে পাক পঞ্জাব, খাইবার-পাখতুনখোয়া এবং সিন্ধ প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি হয়েছে। কয়েকটি স্থানে পিটিআইয়ের সঙ্গে শাসকজোটের সমর্থকদের সংঘর্ষের খবরও পাওয়া গিয়েছে।

পাক নির্বাচন কমিশন স্বীকৃতি বাতিল করায় দলগত ভাবে ভোটে লড়তে না পারলেও গত ফেব্রুয়ারিতে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে ইমরানের অনুগামীরা নির্দল হিসাবে লড়ে ৮৪টি আসনে জিতেছিলেন। পরে তাঁরা সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে শপথ নিয়ে বিরোধী দলনেতার পদ পান। অন্য দিকে, শাসক জোটের পিএমএলএন ১০৮ এবং পিপিপি ২১টিতে জেতে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দলীয় মর্যাদা ফিরে পেয়ে ২৩টি সংরক্ষিত আসনের দখল পেলে সংখ্যার হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দল পিএমএলএনের সঙ্গে ব্যবধান কমবে পিটিআইয়ের। যা নিয়ে আপত্তি শাসক জোটের।

'মাইক না খুললে লাশ গুনতে হবে', উত্তরপ্রদেশের মসজিদে হুমকি চিঠি

লখনউ, ১৩ জুলাই: 'মসজিদের লাউড স্পিকার না খুললে লাশ গুনতে হবে'। এমনই হুমকি চিঠিকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়াল উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার মোদি নগর এলাকায়। চিঠিতে কারও নাম না লেখা থাকলেও নিচে লেখা রয়েছে সনাতনী। ফলে কোনও হিন্দু সংগঠন এই চিঠি লিখেছে, না কি কোনও পরিকল্পিতভাবে অশান্তি ছড়াতে এই ষড়যন্ত্র, তার তদন্ত শুরু হয়েছে। মসজিদের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

মোদি নগরের আদর্শ নগর কলোনিতে অবস্থিত সুনহারি মসজিদ। শনিবার সকালে এখানে প্রার্থনা করতে গিয়ে মসজিদ চত্বরে মেলে এই চিঠি। যেখানে লেখা ছিল, 'মুসলিমরা মন দিয়ে আমাদের কথা শোন। মসজিদের লাউড স্পিকার থেকে যদি আওয়াজ বের হয় তবে তার ফল ভাল হবে না। যদি কোনও আওয়াজ হয় সেক্ষেত্রে লাশ গোনার জন্য তৈরি থাকো।' মুরাদনগরের সমস্ত মসজিদের মাইক খুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ওই ওই চিঠিতে। কারও নাম লেখা না থাকলেও চিঠির নিচে লেখা ছিল সনাতনী।

এই চিঠি হাতে পাওয়ার পর মুরাদনগর থানায় অভিযোগ জানায় মসজিদ কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। কে বা কারা এই চিঠি মসজিদের মধ্যে রেখে এল তার খোঁজ পেতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাড়ানো হয়েছে মসজিদের নিরাপত্তা। আদৌ কোনও হিন্দু সংগঠন এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, না কি এলাকায় হিংসা ছড়াতে কেউ বা কারা ষড়যন্ত্র করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান নিছক ভয় পাওয়ানোর জন্যই এই কাজ করেছে স্থানীয় কেউ। ওই হুমকি চিঠির বাহকের সন্ধানে নেমেছে স্থানীয় প্রশাসন।

ওড়িশায় ট্রাকে পুণ্যার্থীবোঝাই বাসের ধাক্কায় মৃত ৩, আহত ১৪

ভুবনেশ্বর, ১৩ জুলাই: ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে দুর্ঘটনার কবলে পুণ্যার্থীবোঝাই বাস। শনিবার সকালে জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে পিছন থেকে ধাক্কা মারায় তিন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন ১৪ জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে বুধিকমারি স্কোয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ট্রাক। ২০ জন পুণ্যার্থী নিয়ে একটি বাস হায়দরাবাদ থেকে গয়ায় যাচ্ছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালকের। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন বাকি দু'জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে বারিপদার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক বিজয় কুমার জানিয়েছেন, বাসচালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল। বাকি দু'জনের মৃত্যু হয় হাসপাতালে। আহতদের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে প্রশাসন। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার পর থেকে ট্রাকচালক পলাতক।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal
Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No.-04/KGP/2024-25** of 15th. FC. by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of **e-NIT 13/07/2024 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **20/07/2024 UP TO 05:00 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- Pradhan
Katabari Gram Panchayt
Natial, Murshidabad

NOTICE
e- tender are invited for execution of different scheme under **PMKSY WDC 2.0** of vide NIT reference No **NIT no- 29(e)/PMKSY-WDC2.0/ NRM/2024-25, Para Dated 09/07/2024** in the district Purulia For details please visit **https://wbtenders.gov.in** Last Date for submitting online bid **18/07/2024**.
Sd/-
Deputy Director of Agriculture, (S.C), KRVP, Purulia & Project Manger WCDC, Purulia

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No 03/SGP/2024-25 (UN Tied) & 04/SGP/2024-25 (Tied)** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat. Last date of application **20.07.2024 up to 4.00P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchaya

Rishra Gram Panchayat
Bamunari, Dankuni, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works under 15th FC Tied & Untied Fund vide **e-Tender No.: 004/e-NIT/RIS/2024-25, 005/e-NIT/RIS/2024-25 & 006/e-NIT/RIS/2024-25, Date: 13.07.2024.** Bid Submission Start Date: **13.07.2024 at 06:55 PM.** Bid Submission End Date (Online): **20.07.2024 up to 02:00 PM.** Bid Opening Date: **22.07.2024 at 02:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Rishra Gram Panchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **2 nos.** work under **15th FC Untied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 478/DGP & e-NIT No.: 04/DGP/PRO/2024-25, Date: 12.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **13.07.2024 at 04:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **23.07.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **26.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Repairing of Clariflocculator, Gangway, Filter Bed, Alum House and bullah piles protection at Intake point of 15MGD WTP at Angadpur within Ward No.- 37, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-79/24-25
Tender ID : 2024_MAD_713928_1 • Estimated Amount : Rs. 71,05,601/-
Last Date : 29th July 2024, up to 5:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **2 nos.** work under **15th FC Untied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 477/DGP & e-NIT No.: 03/DGP/PRO/2024-25, Date: 12.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **13.07.2024 at 04:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **23.07.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **26.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 202/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-03/2024-25, Date: 11.07.2024** for 07 (Seven) nos. scheme under **15th FC (Tied & Untied) Fund.** Bid Submission Start Date: **12.07.2024 from 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date: **20.07.2024 up to 01:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **22.07.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for 2 Nos. development works under **15th FC Tied** Fund, vide **NIT NO - WB/HWH/BAJPS/CAGP/03/24-25, Date: 09/07/2024.** Bid submission start date : **10/07/2024 from 09:00 AM.** Bid submission end date : **17/07/2024 up to 06:00 PM.** Bid opening date : **20/07/2024 at 10:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd./-
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/96/24-25 Dated 12.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Paschim Daspara Olabibi Maa Mandir, Ward Number 13, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/97/24-25 Dated 12.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Khirishtala Mondalpara Kadamtala More, Ward Number 13, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/98/24-25 Dated 12.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Deshbandhu Park Kali Mandir, Sukanta Pal house, Ward Number 13, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/99/24-25 Dated 12.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Dakshin Ghoshpara opposite side Shiv Mandir, Ward Number 13, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **20.07.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 35, KOLKATA, SUNDAY
14 JULY 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৪ জুলাই ২০২৪

মরসুমের প্রথম ডার্বি জিতল লাল-হলুদ

হতাশার ফুটবল খেলে ২-১-এ হার সবুজ-মেরুণের

ইস্টবেঙ্গল ২ (বিষ্ণু, জেসিন)
মোহনবাগান ১ (সুহেল)

নিজস্ব প্রতিনিধি: মরসুমের প্রথম কলকাতা ডার্বিতে জিতল ইস্টবেঙ্গল। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগানকে ২-১ গোলে হারাল তারা। কেরলের জুটিতে জয় ইস্টবেঙ্গলের। গোল করলেন পি ভি বিষ্ণু এবং জেসিন টিকে। ম্যাচের শেষ দিকে মোহনবাগানের হয়ে একটি গোল শোধ করেন সুহেল ভাট।

ইস্টবেঙ্গলকে যতটা উজ্জ্বল লেগেছে, ততটাই খারাপ খেলেছে মোহনবাগান। তাদের রিজার্ভ দল যে একেবারেই তৈরি নয়, সেটা বোঝা গিয়েছে তৃতীয় ম্যাচে এসেই। কলকাতা লিগে এখনও জয়ের মুখ দেখল না মোহনবাগান। অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গল টানা তিনটি ম্যাচ জিতল। কোচেদের মস্তিষ্কের লড়াইয়ে মোহনবাগানের ডেগি কার্ডোজাকে টেক্কা দিলেন ইস্টবেঙ্গলের বিনো জর্জ।

ম্যাচের আগের দিন সরাসরি না বললেও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম একাদশে তিন সিনিয়র ফুটবলারকে রেখেছিলেন কোচ বিনো জর্জ। গোলে এসেছিলেন দেবজিৎ মজুমদার। ডিফেন্সে হীরা মণ্ডল এবং ফরোয়ার্ডে পিভি বিষ্ণুকে আনেন। লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক হয় ডেভিড লালানসাঙ্গার। অন্য দিকে, মোহনবাগানের প্রথম একাদশে আসেন গ্লেন মার্টিন্স।

খেলার শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গলই চাপে রেখেছিল মোহনবাগানকে। সবুজ-মেরুন বক্সে একের পর এক আক্রমণ ভেসে আসছিল। ন'মিনিটের মধ্যেই তিনটি শট নেয় ইস্টবেঙ্গল। তার মধ্যে বিষ্ণুর একটি শট গোলের একদম কাছ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু খেলা যত গড়াতে থাকে, ততই বিরক্তিকর ফুটবল দেখা যেতে থাকে। খেলা দেখে মনেই হচ্ছিল, দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যেই তালমিলের অভাব রয়েছে। এমনিতেই দুই দল তৃতীয় ম্যাচেই ডার্বি খেলতে নেমেছে। এত দ্রুত যে কোনও দলের মধ্যেই ছন্দ আসা অসম্ভব। দুই দলের খেলাতেই সেটা বার বার বোঝা যেতে থাকে। তার উপর দুই দলই এই ম্যাচে সিনিয়র ফুটবলারদের খেলানোয় তাঁদের সঙ্গেও মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়।

এমন নয় যে দুই প্রধান সাবধানি ফুটবল খেলছিল। আক্রমণ হচ্ছিল দুই দলের তরফেই। কিন্তু প্রচুর মিস্ পাস দেখা যেতে থাকে দু'দলের ফুটবলারদের। এ ব্যাপারেও এগিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তারা দুই উইং এবং মাঝমাঠ দিয়ে আক্রমণ করছিল। কিন্তু ফাইনাল থার্ডে ঢোকার আগেই বল বেহাত হয়ে যাচ্ছিল। মোহনবাগানের কোনও না কোনও ফুটবলার এসে বল কেড়ে নিচ্ছিলেন।

মোহনবাগানও কম যায়নি। তারা দু'টি শট নিয়েছিল। তার মধ্যে এক বার অফসাইড হন সুহেল ভাট। কিন্তু মোহনবাগানকে ভোগাচ্ছিল মিস্ পাসই। ফরোয়ার্ডে যাঁরা খেলছিলেন তত খুব বেশি বল পাচ্ছিলেন না। খেলা মূলত ঘোরাফেরা করছিল মাঝমাঠেই। তবে গোলের সুযোগ তৈরি করতে না পারলেও তাঁরা ইস্টবেঙ্গলের

ছবি: অদিতি সাহা

অনবরত আক্রমণ থামিয়ে দেন।

গোল করার লক্ষ্যে দ্বিতীয়ার্ধে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সার্থক গোলুইকে নামিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ বিনো। তা শুরুতেই কাজে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। সায়নের শট গোললাইন বাঁচান মোহনবাগানের এক ডিফেন্ডার। তবে এগিয়ে যেতে সময় লাগেনি ইস্টবেঙ্গলের। ৫০ মিনিটেই গোল করে তারা।

মাঝমাঠ থেকে ভাসানো লম্বা বল ডান পায়ে রিসিভ করেন বিষ্ণু। হালকা টোকায় কাটিয়ে নেন বাগানের দুই ডিফেন্ডারকে। আবার একটি বাঁ পায়ের টোকায় কাটান রাজ বাসফোরকে। তার পরেই জোরালো শটে বল জালে জড়ান। তবে মোহনবাগানের গোলকিপার রাজা বর্মন প্রথম বার দিয়ে গোল খান। থামানোর কোনও রকম প্রচেষ্টাই করেননি। তা হলে গোল বাঁচাতেও পারতেন। গোল খাওয়ার পর মোহনবাগানের আক্রমণ আগের থেকে বাড়ে। বেশ কয়েক বার ইস্টবেঙ্গলের বক্সে ঢুকে পড়ে তারা। কিন্তু পাল্টা এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গলই। ৫৯ মিনিটে পর পর বার তিন বার ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের শট বাঁচিয়ে দেয় মোহনবাগান। সায়ন এবং জেসিন নামার পর ইস্টবেঙ্গলের বাঁ প্রান্ত অনেকটা সচল হয়ে যায়। সেই দিক থেকেই একের পর এক আক্রমণ হতে থাকে। মোহনবাগানের রক্ষণ ফালাফালা করে দিতে থাকেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা।

সেটা ধরে রেখেই দ্বিতীয় গোল করে ইস্টবেঙ্গল। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দোষই মোহনবাগানের রক্ষণের। গোলকিপার রাজা পাস দেন ডিফেন্ডার সৌরভকে। তিনি খুব খারাপ রিসিভ করেন। সৌরভের থেকে বল কেড়ে নেন আমন। তিনি কিছুটা এগিয়ে পাস দেন ফাঁকায় থাকা জেসিনকে। কেরলের ফুটবলারকে কেউ মার্কই করেননি। ফাঁকায় গোলে বল ঠেলে দেন তিনি।

দু'গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দশ জনের হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বল কাড়ার লক্ষ্যে মোহনবাগানের ফুটবলারের উদ্দেশে লাথি চালিয়েছিলেন জোসেফ জাস্টিন। কিন্তু সেই লাথি লাগে সুহেরের পায়ে। মোহনবাগানের সেই ফুটবলার বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় খেলা থামিয়ে ইস্টবেঙ্গলের জোসেফকে লাল কার্ড দেখান।

মোহনবাগানের ব্রিজেশ গিরি একটি সুযোগ তৈরি করে গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। তবে সংযুক্তি সময়ে মোহনবাগানের খেলার মধ্যে অন্তত এক গোল শোধ করার প্রবণতা দেখা যায়। সেটা পেয়েও যায় তারা। ডান দিক থেকে ক্রস ভাসিয়েছিলেন টাইসন সিংহ। সেই ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন সুহেল।

আজ প্রতিশোধের ফাইনালে ইতিহাসেরও হাতছানি জোকোভিচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: উইম্বলডনের প্রথম সেমিফাইনালে কার্লোস আলকারাজের জয়ের পরই তৈরি হয় এই সম্ভাবনা। অপেক্ষা ছিল পরেরটিতে নোভাক জোকোভিচেরও জিতে আসার। ইতালির লরেনৎসো মুসেত্তিকে হারিয়ে সেই কাজও ঠিকঠাক সেরে নেন জোকোভিচ।

এ দুজনের জয়ে গত বছরের ফাইনালেরই এখন পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে উইম্বলডনে। রবিবারের ফাইনালটা জোকোভিচের জন্য প্রতিশোধেরও। গত বছর যে ফাইনালে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর আলকারাজের কাছে হেরে গিয়েছিলেন সার্বিয়ান টেনিস মহাতারকা।

সেন্টার কোর্টে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ মুসেত্তিকে কোনো প্রতিরোধই গড়তে দেননি জোকোভিচ। ৬-৪,৭-৬ (৭ /৬), ৬-৪ গেমে জিতে নিশ্চিত করেছেন উইম্বলডনের তাঁর দশম ফাইনাল। সব মিলিয়ে এটি জোকোভিচের ৩৭ তম গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনাল।

ফাইনালে আলকারাজকে হারাতে পারলে নতুন ইতিহাসও গড়বেন জোকোভিচ। নারী ও পুরুষ মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা মার্গারেট কোর্টকে পেছনে

ফেলে এককভাবে সর্বোচ্চ শিরোপা জেতা খেলোয়াড় হবেন তিনি। দুজনেরই এখন সমান ২৪টি করে গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা।

পাশাপাশি জোকোভিচের সামনে সুযোগ উইম্বলডনে সর্বোচ্চ শিরোপা জয়ে কিংবদন্তি রজার ফেদেরারের পাশে বসারও। উইম্বলডনের ৮টি শিরোপা জিতে এখন সবার ওপরে আছেন ফেদেরার, জোকোভিচের উইম্বলডন শিরোপা ৭টি।

সেমির লড়াই জিতে ফাইনালের প্রতিপক্ষ আলকারাজকে নিয়ে কথা বলেছেন জোকোভিচ। ফাইনালের আগে আলকারাজের প্রশংসাই বেশি শোনা গেল জোকোভিচের কণ্ঠে, 'সে সবদিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ খেলোয়াড়ের দারুণ এক উদাহরণ। আলকারাজের দারুণ একটি কোচিং দল আছে এবং তার মূল্যবোধও দারুণ। এ কারণে সে বেশ জনপ্রিয়ও। ২১ বছর বয়সীদের মধ্যে সে আমার দেখা সর্বকালের সেরাদের একজন। ভবিষ্যতে আমরা তার অনেক কীর্তি দেখব। সে আরও অনেক গ্র্যান্ড স্লাম জিতবে।'

উইম্বলডনের নতুন রানি ক্রেচিকোভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখল অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাবের সেন্টার কোর্ট। সেই লড়াই থেকে নতুন রানিও পেল উইম্বলডন। চেকিয়ার বার্বোরা ক্রেচিকোভা বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন হলেন ৬-২, ২-৬, ৬-৪ ব্যবধানে ইটালির জ্যাসমিন পাওলিনিকে হারিয়ে।

সপ্তম বাছাই পাওলিনি এবং ৩১তম বাছাই ক্রেচিকোভা মুখোমুখি হয়েছিলেন খেতাবের লড়াইয়ে। ১৭ দিনের ছোট পাওলিনিকে হারিয়ে দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন ক্রেচিকোভা। ২০২১ সালে ফরাসি ওপেন জয়ের তিন বছর পর উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। টেনিসজীবনের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন ক্রেচিকোভা। ১৯৯৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর জন্ম ক্রেচিকোভার। তার ১৭ দিন পর ১৯৯৬ সালের ৪ জানুয়ারি জন্ম ইটালির পাওলিনির। সমবয়সী দুই খেলোয়াড়ের লড়াইয়ে অবশ্য নতুন গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন পেলেন না টেনিসপ্রেমীরা।

প্রথম সেটে ১৭ দিনের ছোট প্রতিপক্ষকে এক রকম দাঁড়াতেই দেননি ক্রেচিকোভা। ইটালির খেলোয়াড়ের দু'টি সার্ভিস ভাঙেন তিনি। ৬-২ ব্যবধানে জিতে নন প্রথম সেট। পিছিয়ে পড়লেও হাল

ছাড়েননি পাওলিনি। দ্বিতীয় সেটে চেনা ফর্মে দেখা যায় তাঁকে। তিনিও পাল্টা ৬-২ ব্যবধানে জেতেন প্রতিপক্ষের সার্ভিস দু'বার ভেঙে। সব অর্থেই সমতা ফেরান ইটালীয়। ১-১ সেট হওয়ার পর তৃতীয় সেট হয়ে দাঁড়ায় নির্ণায়ক। সপ্তম গেমে পাওলিনির সারভিস ভেঙে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যান ক্রেচিকোভা। নিজের পরের সার্ভিস গেম ধরে রেখে ৫-৩ করে ফেলেন। পাওলিনি পরে ৫-৪ করলেও লাভ হয়নি। শেষ গেমে নিজের সার্ভিস ধরে রেখে সেট, ম্যাচ এবং গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে নেন চেকিয়ার খেলোয়াড়। তবে সেই জয় এল চাপের মুখে। শেষ গেমে সার্ভিস পেয়েও স্নায়ুর চাপে ভুগেছেন ক্রেচিকোভা। দু'বার চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট হাত ছাড়া করেন তিনি। আনফোর্ডস এরর করেন একাধিক। তবু শেষ পর্যন্ত পারলেন না পাওলিনি। পর দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে উঠেও জিততে পারলেন না ইটালীয়। ইটালির প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলডন গ্র্যান্ড স্ল্যামে উঠেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না তিনি।

জিম্বাবোয়েকে ১০ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ জয় ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে জয় পেল ভারত। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে নিলেন শুভমন গিলেরা। প্রথমে ব্যাট করে সিকন্দর রাজার দল করে ৭ উইকেটে ১৫২ রান। জবাবে শুভমনেরা কোনও উইকেট না হারিয়ে ১৫.২ ওভারে করলেন ১৫৬ রান।

জয়ের জন্য ১৫৩ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে প্রথম থেকেই

দ্রুত জয় তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন ভারতীয় ব্যাটারেরা। বিশেষ করে যশস্বী জয়সওয়াল বেশি আগ্রাসী ছিলেন। জিম্বাবোয়ের বোলারদের আক্রমণের মূল দায়িত্ব নেন বাঁহাতি তরুণ। অধিনায়ক শুভমন ২২ গজের অন্য প্রান্ত আগলে ছিলেন। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারেই ভারত উইকেট না হারিয়ে তুলে নেয় ৬১ রান। যশস্বীর বিক্রম থামানোর মতো বল করতে পারলেন না জিম্বাবোয়ের বোলারেরা। প্রথম দিকে ধরে খেললেও পরে হাত খোলেন অধিনায়কও। আয়োজকদের কোনও বোলারই সমস্যা ফেলতে পারেননি ভারতের দুই ওপেনারকে। দু'জনেই অর্ধশতরান করলেন। শেষ পর্যন্ত যশস্বী খেললেন ৫৩ বলে ৯৩ রানের অপরাজিত ইনিংস। তাঁর ব্যাট থেকে এল ১৩টি চার এবং ২টি ছক্কা। অন্য দিকে শুভমন করলেন ৩৯ বলে ৫৮ রান। অধিনায়কের অপরাজিত ইনিংসে রয়েছে ৬টি চার এবং ২টি ছক্কা।

বিশ্বকাপের বাজেট নিয়ে নয়ছয়

আইসিসির ২ শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনে বিশৃঙ্খলার জেরে পদত্যাগ করেছেন আইসিসির শীর্ষ দুই কর্মকর্তা ক্লেয়ার ফারলং ও ক্রিস টেটলি। ফারলং সংস্থাটির বিপণন ও যোগাযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন। টেটলি ভেন্যু পরিদর্শক দলের সদস্য ও আয়োজক কমিটির প্রধান ছিলেন। আগামী শুক্রবার শ্রীলঙ্কায় বসবে আইসিসির বার্ষিক সম্মেলন। তার আগে দুই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সরে দাঁড়ানোর ঘটনাকে বড়সড় ধাক্কাই বলা যেতে পারে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮ জানতে পেরেছে, সর্বশেষ টি,টোয়েন্টিতে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অর্থ খরচ করা হয়েছে। এ নিয়ে আইসিসির পরিচালনা পর্ষদের বেশ কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তুললে পরিচালক পঙ্কজ খিমজি বিশ্বকাপে আয়,ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব জানতে চেয়ে সব সদস্যের কাছে চিঠি পাঠান এবং তদন্তের আহ্বান জানান।

ধারণা করা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কায় বসতে চলা সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হবে এবং বিষদভাবে তদন্ত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তার আগেই নিজেদের পদত্যাগপত্র জমা দিলেন ফারলং ও টেটলি।

ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ অবশ্য আইসিসির বরাতে জানিয়েছে, ফারলং ও টেটলি কয়েক মাস আগেই পদত্যাগ করেছেন। এরপরও তাঁরা টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্ব চালিয়ে গেছেন যেন নতুন কেউ এই দুই পদে যোগ দেওয়ার পর সবকিছু বুঝে উঠতে কিছুটা সময় পান এবং আইসিসির দৈনন্দিন কাজে যেন ব্যাঘাত না ঘটে। ফারলং ও টেটলি শ্রীলঙ্কায় বসতে চলা বার্ষিক সম্মেলনেও উপস্থিত থাকবেন।

আইসিসির উন্নয়নসংশ্লিষ্ট একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র নিউজ১৮,কে বলেছেন, 'জনাব খিমজি (পরিচালনা পর্ষদের) সব সদস্যের কাছে একটি চিঠি লিখে ছিলেন এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র পর্বের খরচ তুলে ধরেছিলেন। এ মাসের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কায় আইসিসির বৈঠকের সময় এ নিয়ে অনেক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই পদত্যাগপত্র আসতে শুরু করেছে।' টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র পর্ব চলাকালীন খরচের কোনো নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ছিল না দাবি করে ক্রমাগত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে নিউজ১৮,এর ক্রীড়া বিভাগের একাংশ 'ক্রিকেট নেক্সট'। তারা জানায়, আইসিসি আশা করেছিল টিকিটের দাম বাড়িয়ে 'অযাচিত ব্যয়' পুষিয়ে নেবে। কিন্তু একাধিক ম্যাচে মাঠে দর্শক সমাগম কম হওয়ায় মোটা অঙ্কের ক্ষতি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তা এ ব্যাপারে বলেছেন, 'কোনো কারণ ছাড়াই অর্থের অপচয় করা হয়েছে। তারা শুধু একটি দিক সক্রিয় রাখার জন্য হাজার হাজার ডলার ব্যয় করেছে। কিন্তু (ক্রিকেটপ্রেমীদের) দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বকাপ নিয়ে তাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছেমতো টাকা ঢেলেছে।'

যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ডের ওই কর্মকর্তা ক্রিস টেটলির বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, ব্রেট জোন্স টেটলির ঘনিষ্ঠ বলেই তাঁকে বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র পর্বের আয়োজক কমিটির প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অথচ সহ,আয়োজক হয়েও মার্কিন বোর্ডের কারও কথা শোনা হয়নি, 'ব্রেট জোন্স হঠাৎ কোত্থেকে এল? সে অস্ট্রেলিয়ায় থাকত, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে। এসেই প্রধান নির্বাহী হয়ে গেল। আসলে সে ক্রিস টেটলির খুব ঘনিষ্ঠ। এ কারণে সে উচ্চ পদ বাগিয়ে নেওয়ায় অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র পর্বের ম্যাচগুলো হয়েছে তিনটি ভেন্যুতে;নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়াম, ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়াম ও লডারহিলের সেন্ট্রাল বোয়ার্ড পার্ক। এর মধ্যে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের ড্রপ ইন পিচ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। এ মাঠে অনুষ্ঠিত আট ম্যাচের সব কটি ছিল 'লো স্কোরিং'। অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে এসে সেখানে বসানো পিচগুলো ব্যাটসম্যানদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

স্পেন-ইংল্যান্ড ফাইনালের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে যে ৪ লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ দলের লড়াইয়ে রইল বাকি দুই। ইউরোতে সব উত্তাপ এখন দুটি দলকে ঘিরে। নানা নাটকীয়তা ও উত্তেজনার পথ পেরিয়ে এখন অপেক্ষা ফাইনালে স্পেন,ইংল্যান্ডের ধ্রুপদি লড়াই দেখার। স্পেনের সামনে সুযোগ এক যুগ পর ইউরোর শিরোপা পুনরুদ্ধারের। আর ইংল্যান্ডের সামনে প্রথম ইউরো জয়ের হাতছানি।

ফাইনালের আগে এই দুই দলের কৌশল, শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়েই এখন যত আলোচনা। যেখানে উঠে আসছে ব্যক্তিগত লড়াইয়ের প্রসঙ্গও। ফাইনালে মঞ্চে দেখা যেতে পারে এমন চার দ্বৈরথ নিয়েই এ আয়োজন।

নিকো উইলিয়ামস বনাম কাইল ওয়াকার

ইউরোর ফাইনালে মুখোমুখি হবেন এ আসরের দুই দ্রুততম তারকা। একদিকে স্পেনের নিকো উইলিয়ামস এবং অন্যদিকে ইংল্যান্ডের কাইল ওয়াকার। নিকো উইলিয়ামস এবারের ইউরোর অন্যতম চমক। টুর্নামেন্টজুড়ে দারুণ পারফরম্যান্সে মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন তরুণ এই উইঙ্গার। বিদ্যুৎ,গতিতে উইং ধরে প্রতিপক্ষ ফুলব্যাকদের সহজেই বোকা বানাতে পারেন এই অ্যাথলেটিক বিলবাও তারকা।

তবে ফাইনালে তাঁর জন্য কাজটা মোটেও সহজ হবে না। তাঁকে যে এবার মুখোমুখি হতে হবে কাইল ওয়াকারের। এই সময়ের অন্যতম সেরা রাইটব্যাক ওয়াকার। গতি ও মার্কিংয়ের কারণে প্রতিপক্ষের উইংগারদের কাছে রীতিমতো আতঙ্কের নাম। তবে তরুণ উইলিয়ামসকে সামলানো ওয়াকারের জন্যও সহজ হবে না। সব মিলিয়ে ইউরোর ফাইনালে এ দুজনের লড়াই হয়ে ওঠতে পারে দেখার মতো বিষয়।

জুড বেলিংহাম বনাম রদ্রি

জুড বেলিংহাম এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। আর রদ্রি হোল্ডিং মিডফিল্ডারদের মধ্যে বিশ্বসেরাদের একজন। বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামের ফাইনালে মাঝমাঠের দখল নিতে লড়বেন এ দুজন। ইউরোতে নিজের সেরাটা দেখাতে না পারলেও দলের একাধিক জয়ে ভূমিকা রেখেছেন বেলিংহাম। বিপরীতে স্পেনের দারুণ পারফরম্যান্সে বড় ভূমিকা আছে রদ্রিরও।

তবে ফাইনালের লড়াইয়ে কাউকে আলাদা করে এগিয়ে রাখার সুযোগ নেই। কে জানে, হয়তো ফাইনালের জন্যই নিজের সেরাটা জমিয়ে রেখেছেন বেলিংহাম। সঙ্গে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে

রদ্রির ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে জয়ের সুখস্মৃতিও আছে বেলিংহামের। ফলে এই ম্যাচটি রদ্রির জন্য প্রতিশোধেরও। যা দ্বৈরথের উত্তেজনাকেও আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

হ্যারি কেইন বনাম আইমেরিক লাপোর্তে

একসময় প্রিমিয়ার লিগে ও ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ফুটবলে নিয়মিতই দেখা হতো তাঁদের। মুখোমুখি সেই লড়াইয়ে অবশ্য বেশির ভাগ সময়েই আইমেরিক লাপোর্তের কাছে হার মানতে হয়েছে হ্যারি কেইনকে। মুখোমুখি সাত দেখায় মাত্র দুই গোল এবং একটি সহায়তা করতে পেরেছেন কেইন। তবে দুজন এখন ভিন্ন দুই লিগের খেলোয়াড়।

কেইন খেলেন জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখে, লাপোর্তের ক্লাব সৌদি আরবের আল নাসর। তবে ইউরোর ফাইনাল পুরোনো দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে আবারও একসঙ্গে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। এ দুজনের লড়াইয়ে যিনি জিতবেন, তাঁর দলের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যাবে।

লামিনে ইয়ামাল বনাম লুক শ

এবারের ইউরোকে ভবিষ্যতে হয়তো লামিনে ইয়ামালের টুর্নামেন্ট নামে ডাকা হবে। এবারের আসরে অবিশ্বাস্য ফুটবল খেলছেন আজ ১৭তম জন্মদিন পালন করা এই উইঙ্গার।

তবে পুরো ইউরোর পারফরম্যান্স ফাইনালে এক নিমিষে শূন্য হয়ে যেতে পারে যদি শেষ লড়াইটা জিততে না পারেন। ফাইনালে ইয়ামালকে থামানোর গুরুদায়িত্ব থাকবে লুক শর ওপর। বিশ্বের যেকোনো ফরোয়ার্ডকে আটকানোর সামর্থ্য আছে লু শর। চোট থেকে ওঠার পর থেকে বেশ ছন্দেও আছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই লেফটব্যাক। বার্লিনে এ দুজনের লড়াইয়েও নির্ধারিত হতে পারে ইউরোর শিরোপা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**